সময়ের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করবেন ?

ড. খালিদ আবু শাদি

লেখক পরিচিতি

খালিদ আবু শাদি মিসরের একজন প্রতিভাবান দায়ি ইলাল্লাহ। ১৯৭৩ সালের ১৮ মার্চ গারবিয়াহ প্রদেশের জিফতা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা করেন কুয়েতে। তারপর মিসরের কায়রো ইউনিভার্সিটিতে ফার্মেসি ফ্যাকাল্টি থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। শৈশব থেকেই তিনি প্রখর মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কর্মজীবনের একটি বড় সময় তিনি দাওয়াহর কাজে ব্যয় করেন। লেখালেখিকেই তিনি দাওয়াহর মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। তাঁর স্বতন্ত্র রচনাশৈলী আর হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা সহজেই পাঠকদের নজর কাড়ে। মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার অদ্ভুত এক শক্তি আছে তাঁর কলমে। দাওয়াহ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় একে একে তিনি উম্মাহকে উপহার দেন ১৪টিরও বেশি মূল্যবান গ্রন্থ। 'ইয়ানাবিউর রাজা', 'মাআন নাসনাউল ফাজরাল কাদিম', 'সাফাকাতুন রাবিহা', 'লাইলি বাইনাল জান্নাতি ওয়ান নার', 'বি-আইয়ি কালবিন নালকাহ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ। কখনো বক্তৃতাকেও তিনি দাওয়াহর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর হৃদয়-নিংড়ানো আহ্বান অসংখ্য পথহারা তরুণকে দ্বীনের পথে উঠে আসার প্রেরণা জুগিয়েছে। আমরা প্রতিভাবান এই দায়ি ইলাল্লাহর দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

বই | সময়ের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করবেন?
মূল | ড. খালিদ আবু শাদি
অনুবাদ | আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

সময়ের সঠিক ব্যবহার
কীভাবে করবেন?

ড. খালিদ আবু শাদি

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রবেশিকা ⁞ ০৯

প্রথম পর্ব : কেন সময় দেওয়া হয়েছে? ⁞ ১১

অতীত কখনো ফিরে আসে না ⁞ ১২

হিসাবের পালা ⁞ ১৩

সময় একটি গোপনীয় নিয়ামত ⁞ ১৫

নিশ্বাসে নিশ্বাসে ⁞ ১৭

নির্মাণ ও ধ্বংসসাধন ⁞ ১৭

মূল্যবান ভান্ডার ⁞ ২১

একটি দিন নষ্ট করার অপরাধ ⁞ ২৪

'হে অকৃতজ্ঞ' ⁞ ২৪

'কীভাবে তুমি নিজের সময়গুলোকে হত্যা করছ!?' ⁞ ২৫

'সুযোগ হারালে...' ⁞ ২৫

'ইমাম মুআফফিক বিন কুদামাহর উপদেশ' ⁞ ২৬

দ্বিতীয় পর্ব : মুক্তির উপায় ⁝ ২৮

রাসুল ﷺ-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ⁝ ২৮

উপস্থিত লোকদের দেখে আগ্রহ তৈরি করা ⁝ ২৯

অনুপস্থিত লোকদের দেখে চেতনা সৃষ্টি করা ⁝ ২৯

দায়িত্ব অনেক বেশি ⁝ ৩২

'মৃতদের কথা শোনো' ⁝ ৩৩

সফরের সময় ঘনিয়ে এসেছে ⁝ ৩৪

'বস্তু ও তার ছায়া' ⁝ ৩৬

'হে প্রভু, একটু সময় দিন' ⁝ ৩৬

তৃতীয় পর্ব : সময়ের বর্গক্ষেত্র ⁝ ৩৯

প্রথম বাহু : ইমান ও আমলসংক্রান্ত ⁝ ৪২

দ্বিতীয় বাহু : দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন ⁝ ৫৪

তৃতীয় বাহু : সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা ⁝ ৫৭

চতুর্থ বাহু : বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করা ⁝ ৬৪

চতুর্থ পর্ব : সর্বাধিক সুবিধার দিকে ⁝ ৭১

প্রথমত, লক্ষ্য নির্ধারণ করো ⁝ ৭২

আগামী দিনের পরিকল্পনা ⁝ ৭৩

সময় সব এক নয় ⁝ ৭৫

যৌবনের সময় ⁝ ৭৭

কল্পনার সাথে সম্পৃক্ত হোয়ো না ⁝ ৭৯

মাঝামাঝির শূন্যস্থানগুলো ⁝ ৮০

পকেটের কুরআন আমার অন্তরের প্রশান্তি ⁞ ৮৩
যৌগিক উপকার ⁞ ৮৫
চোরের হাত কর্তন ⁞ ৮৬
দুঃখিত, সময় ফুরিয়ে গেছে! ⁞ ৯০

মানসচিত্র ⁞ ৯৩
মানসচিত্র কী? ⁞ ৯৩
মানসচিত্র থেকে কীভাবে উপকৃত হবে? ⁞ ৯৪

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রবেশিকা

হে যুবক, যৌবন তোমার প্রতি আল্লাহর দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমানত। যাকে একটি শস্যদানার সাথে তুলনা করা যায়। আর এই শস্যদানা বা বীজকে তুমি কেমন ভূমিতে রোপণ করবে, তা নির্বাচন করার স্বাধীনতা আল্লাহ তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন। হয়তো তুমি এর জন্য সুন্দর, উর্বর ও উত্তম একটি ভূমি নির্বাচন করবে। প্রতিনিয়ত তুমি তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এর যত্ন নেবে এবং ইমানের বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ও পরকালের জন্য উত্তম পাথেয় সংগ্রহের মাধ্যমে তোমার যৌবনের ভূমিটিকে আরও সবুজ-শ্যামল করে তুলবে। যাবতীয় ক্ষতিকর জিনিস ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে চলবে। অথবা এই শস্যদানা বা বীজকে তুমি অনুর্বর, অপরিচ্ছন্ন ও পরিত্যক্ত একটি ভূমিতে নিক্ষেপ করবে। তখন তোমার যৌবনের বীজটি কোনো ভালো সঙ্গ পাবে না। সর্বদা খারাপ সঙ্গের সাথেই মিশে থাকবে। যেখানে অন্তরকে সিঞ্চন করার জন্য কোনো পানি পাবে না, ইমানকে সজীব রাখার জন্য কোনো নির্মল বাতাস থাকবে না এবং আত্মার খোরাক পাবে না। অতএব সিদ্ধান্ত তোমার কাছে।

উভয় সিদ্ধান্তের সুনিশ্চিত ফলাফল হলো, হয়তো তোমার জন্য এমন বৃক্ষ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, যার ছায়াতলে

কেবল জান্নাতিরাই স্থান পাবে। অথবা তোমার জন্য জাহান্নামের অতল গহ্বরে যন্ত্রণাদায়ক জাক্কুম গাছ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, যা দ্বারা জাহান্নামিদের শাস্তি দেওয়া হবে। অতএব, যেহেতু তোমাকে দুটির মধ্যে যেকোনো একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, সেহেতু ভেবে দেখো, তুমি নিজের জন্য কোনটি নির্বাচন করবে?

প্রথম পর্ব

কেন সময় দেওয়া হয়েছে?

অঢেল সম্পদের গুরুত্ব যে বুঝে না, সে কখনো তা গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে যাবে না। যে ব্যক্তি ধনভান্ডারের মূল্য অনুধাবন করে না, সে কখনো তার হিফাজত করতে পারবে না। তাই এই কথাগুলোর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'কেন সময় দেওয়া হয়েছে?' এই নামে।

অনেক মানুষ আছে এমন, যারা সময়ের গুরুত্বকে অস্বীকার করে না; বরং ভালোভাবেই সময়ের গুরুত্বকে অনুধাবন করে। কিন্তু তাদের বাস্তবিক অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নিশ্চয় এটা তাদের অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'অজ্ঞতা দুই ধরনের। ১. হকের ব্যাপারে কোনো ধারণাই না থাকা। ২. ধারণা থাকলেও হকের চাহিদা অনুযায়ী আমল না করা। উভয়টি শাব্দিক, পারিভাষিক, বাস্তবিক ও শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে অজ্ঞতা হিসেবেই বিবেচিত।' এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, তোমার মাঝে যেন উভয় প্রকার অজ্ঞতার কোনোটির অস্তিত্ব না থাকে। লেখাটি পড়া শেষে তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে, এখান থেকে যা কিছু শিখবে, তা বাস্তবে আমলে পরিণত করবে, প্রতিটি সময়কে গনিমত মনে

করবে এবং দৈনন্দিনের রুটিনকে নেক আমল দ্বারা ভরপুর করে তুলবে।

১. অতীত কখনো ফিরে আসে না

একেকটি দিন অতীত হয়ে যায়। অতিবাহিত হয়ে যায় প্রতিটি ঘণ্টা। প্রতিটি মুহূর্ত চলে যায় আপন গতিতে। যেগুলোকে আর কখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় এর ক্ষতিপূরণ দেওয়াও। আচ্ছা বলো তো, কখনো কি পেরেছ ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফিরিয়ে আনতে, যাতে তোমার অতিবাহিত খারাপ সময়কে ভালো দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারো?

হাসান বসরি ﵀-এর অসিয়ত শোনো! আদম-সন্তানের অতিবাহিত প্রতিটি দিন অতীত হতে থাকে আর বলতে থাকে, হে আদম-সন্তান, আমি নতুন একটি দিন, আজ তোমার প্রতিটি কৃতকর্মের সাক্ষী আমি। তোমার কাছ থেকে চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসব না। তাই পরকালের জন্য সাধ্যমতো যতটুকু পারো আমল করে নাও। তোমার ইচ্ছে হলে বিলম্বও করতে পারো। তবে মনে রেখো, আমি তোমার কাছে আর কখনো ফিরে আসব না।

সময়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কিছুর মাঝে নেই। এর প্রত্যেকটিই তোমাকে সময়ের মহামূল্য ও যত্নের কথা বুঝিয়ে দেবে। যেমন :

- সময়কে সঞ্চয় বা সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। তাই যে মুহূর্তটিকে তুমি ব্যবহার করতে পারছ না, তা কিন্তু চলে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত কখনো তা ফিরে আসবে না।
- সময়কে কোনো কিছুর সাথে বিনিময় করা যায় না। কারণ সময় সবকিছুর চাইতে বেশি মূল্যবান।
- সময় হলো জীবনের একমাত্র উপাদান। কেননা, জীবন তো কতগুলো বছর ও মাসের সমষ্টি। যেই মাস ও বছরগুলো একেকটি মুহূর্ত ও একেকটি ঘণ্টা থেকে সৃষ্টি।
- সময়কে পরিমাপ করা যায় না, অনুধাবন করা যায় না এবং স্পর্শও করা যায় না। তাই প্রতিটি কাজের জন্য সময় পাত্রতুল্য হওয়া সত্ত্বেও তুমি সময়কে আটকে রাখতে পারবে না।
- কেউ নিজের ইচ্ছায় সময়কে দ্রুত বা ধীর গতিতে অতিবাহিত করতে পারবে না এবং থামিয়েও রাখতে পারবে না।

২.হিসাবের পালা

সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যদি কোনো চিহ্ন রেখে না যেত?! কেননা, হাশরের ময়দানে বিচারের কাঠগড়ায় মানুষকে প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যখন মানুষ আপন প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে, তখন তিনি বান্দার বয়স ও একেকটি সময়ের তিলে তিলে হিসাব গ্রহণ করবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, কীভাবে তা ব্যয়

করেছ? কোথায় ব্যয় করেছ? কোথায় ব্যস্ত রেখেছ এবং কী কাজ দ্বারা তাকে পূর্ণ করেছ?

নবি কারিম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার কদম নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় তা ব্যয় করেছে? তার যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় তা ক্ষয় করেছে?[১]' (সহিহ)

কবি বলেন :

'আজ আমি মনের চাহিদামতো যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছি, অথচ আগামী কাল আমি মরে যাব এবং আমলনামা বন্ধ হয়ে যাবে।

হায়! আমার অবস্থানের কারণে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছে, আমাকে আমার পদস্খলনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হায় আফসোস! হায় আফসোস! যুগ যুগ ধরে খিয়ানতই করেছি। আমার প্রতি অর্পিত আমানতকে রক্ষা করিনি।'

---

১. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ১১১, আল-মুজামুল আওসাত : ৪৭১০।

৩.সময় একটি গোপনীয় নিয়ামত

যদিও সময় এমন কোনো অর্থ বা বস্তু নয়, যা মানুষ দোকানে বা বাজারে বিনিময় করে থাকে, তবুও সময়কে সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ ধনভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা দেখা যায় না। অত্যন্ত গোপনীয়। যদি মানুষ এই ধনভান্ডার চোখে দেখত এবং এর মূল্য অনুধাবন করত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এ ছাড়াও স্বয়ং রাসুল ﷺ-এর হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো সময়। সময়ের প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।'[২]

হাদিসে রাসুল ﷺ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ কথাটি বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, খুবই অল্প সংখ্যক মানুষই সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে। সুস্থবস্থায় প্রায় সবাই ভোগবিলাসে লিপ্ত

২. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২।

হয়ে পড়ে। জীবনকে উপভোগ করার মাঝে ব্যস্ত থাকে। আবার অবসরতা পেলেও অনেকে ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে যায়। অনেকের অবস্থা তো এমন যে, তারা বার্ধক্যে উপনীত হবার পরও অবসরতার দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়। যখন কেউ এই দুটি নিয়ামতকে একত্রে পায় এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার না করে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে অলসতা করে, তখনই তাকে مَغْبُونٌ বা ধোঁকাগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর غَبَنٌ হলো, কোনো পণ্যকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে ক্রয় করা অথবা নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করা।

রাসুল ﷺ একজন পরিপূর্ণ শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষকে এমন ব্যবসার সাথে তুলনা দিয়েছেন, যেই ব্যবসার মধ্যে মূলধন রয়েছে। যেকোনো মানুষ মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা শুরু করলে তা থেকে সে লাভের আশা করে এবং মূলধনকেও টিকিয়ে রাখতে চায়। আর এ জন্য যার সাথে সে ব্যবসায়িক লেনদেন করে, তার আমানতের ব্যাপারে সে খুবই সতর্ক থাকে। তার প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যাতে তাকে কেউ ধোঁকা দিতে না পারে। কারণ কেউ যদি তাকে ধোঁকা দিয়েই ফেলে, তাহলে তো সে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই উদাহরণটির বাস্তব নমুনা এই যে, দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত। আর সুস্থতা ও অবসরতা হলো মূলধন। কিন্তু এই দুই মূলধনের লভ্যাংশ বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। কেবল আখিরাতেই এদের লাভক্ষতি দেখা যাবে। তাই যে ব্যক্তি তার অবসরতা ও সুস্থতাকে আল্লাহর আনুগত্যে

ব্যয় করেছে, আগামী দিন (আখিরাতে) সে-ই হবে প্রকৃত লাভবান। আর যে এ দুটি নিয়ামতকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় করেছে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে-ই হলো প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ও ধোঁকাগ্রস্ত। আরেকটি কথা না বললেই নয়, এই দুটি নিয়ামত খুব দ্রুতই চলে যায়। কেননা, অবসরতার পরে ব্যস্ততা এবং সুস্থতার পরে অসুস্থতা চলে আসে।

(আমরা সময়ের খুব মুখাপেক্ষী। অথচ সময় পেয়েও তার সঠিক ব্যবহার করি না।)

তাই যে ব্যক্তি সুস্থতা ও অবসর সময় পেল, অথচ এগুলোর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করল না, সে-ই প্রকৃত হতভাগা। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত পেয়ে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের প্রতি তাঁর ইহসানের মূল্য বোঝার তাওফিক দান করেন। আমিন।

নিশ্বাসে নিশ্বাসে

এই শিরোনামটি (احصر نعم الله عليك نفسا نفسا - 'আল্লাহর নিয়ামত তোমার সাথে প্রতিটি নিশ্বাসে নিশ্বাসে লেগে আছে') এই ইবারতের সংক্ষিপ্ত রূপ।

আবু হামিদ গাজালি ﷬ বলেন, মানুষের প্রতিটি নিশ্বাসের মধ্যে দুটি নিয়ামত আছে। একটি নিয়ামত নিশ্বাসের সাথে প্রসারিত হয় আরেকটি সংকুচিত হয়। একটি প্রসারিত

হওয়ার মাধ্যমে অন্তর থেকে পোড়া ধোঁয়াগুলো (অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড) বেরিয়ে যায়। যদি অন্তর থেকে এই ধোঁয়াগুলো বের না হতো, তাহলে মানুষ মারা যেত। আরেকটি সংকুচিত হওয়ার মাধ্যমে অন্তরের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বাতাসের সমষ্টি (অক্সিজেন) জমা হয়। যদি তা বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে অক্সিজেন না পেয়ে মানুষ সাথে সাথে মারা যেত। রাতে ও দিনে মোট চব্বিশ ঘণ্টা। এ প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রায় হাজারবার নিশ্বাস গ্রহণ করি আমরা। প্রতিটি নিশ্বাস প্রায় দশটি মুহূর্তের সমান। আর প্রতিটি মুহূর্তে তোমার দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাজার হাজার নিয়ামত সঞ্চার হয়। পৃথিবীর সকল মানুষের অবস্থা এমনই।

৪. নির্মাণ ও ধ্বংসসাধন

উমর ﵁ বলেন, 'অবসর সময়ের পরিণামের ব্যাপারে আমি তোমাদের সতর্ক করছি। কেননা, অবসরতা উন্মাদনা সৃষ্টিকারী যাবতীয় মন্দ কাজের সমষ্টি।'

সময়কে গনিমত মনে করার মূলভিত্তি হিসেবে উমর ﵁ একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। সবার কাছে তা পছন্দ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমি সেই ব্যক্তিকে অপছন্দ করি, যাকে দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবি কোনো কাজ ছাড়াই অযথা হাঁটতে দেখি।'

তাই তো উমর ﵁-এর জীবনটা সময়কে কাজে লাগানোর জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ততুল্য। তিনি পুরো উম্মাহকে

নেক আমল, বিজয়াভিযান, উন্নত সভ্যতা নির্মাণ এবং মর্যাদা অর্জনের মাঝে কাজে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ফলে যুবকদের সময়গুলো নেক কাজে ভরে গেল এবং বৃদ্ধদের অবস্থা হলো এমন যে, তারা যেন যুবকদের চেয়েও অধিক ব্যস্ত। একদিন উমর ﵁ খুজাইমা বিন সাবিত ﵁-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'আপনার ভূমিতে আপনি নিজে গাছ রোপণ করতে কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে?' খুজাইমা বিন সাবিত ﵁ তাঁকে বললেন, 'আমি তো একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। একটু পর ইনতিকাল করব।' তখন উমর ﵁ তাঁকে বললেন, আপনি আপনার ভূমিতে গাছ রোপণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন।' তাঁর ছেলে আম্মারা ﵁ বললেন, 'অতঃপর আমি উমর বিন খাত্তাব ﵁-কে দেখেছি, তিনি নিজ হাতে আমার বাবার সাথে তা রোপণ করছেন।'

এ জন্যই সালিহিনদের কেউ একজন বলেছিলেন, 'মনে রেখো, অবসর সময় হচ্ছে মৃত্যুর মতো। আর ব্যস্ততা হচ্ছে জীবিতদের মতো। সুতরাং যদি তুমি সিদ্ধান্ত নাও যে, তুমি জীবিত থাকবে, তাহলে কাজ করতে থাকো।' জনৈক বিজ্ঞ লোক বলেন, 'অন্তরকে কখনো জিকির থেকে গাফিল রেখো না। সন্তানকে ব্যস্ত করে রাখবে। কেননা, অবসর হৃদয় খারাপ কিছু করতে চায় এবং অবসর হাত পাপাচারের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।'

(তুমি যতটুকু সময় অবসর থাকবে, ততটুকু সময় শয়তান তোমার মাঝে খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত করার চেষ্টা করে যাবে। ফলে অবসর থাকার কারণে মনের মাঝে কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয় আর কুপ্রবৃত্তি থেকেই সূচনা হয় হারাম কাজের।)

অবসর সময়গুলো যেন তোমার মাঝে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার স্পৃহা তৈরি করে। কারণ, অবসর সময়ই বিপদাপদের কারণ।

তাই সেই ব্যক্তির ওপর কোনো (কল্যাণের) আশা করা যায়, যে একের পর এক ব্যস্ততার মাঝে জড়িয়ে থাকে। কবি সত্যই বলেছেন :

'তুমি যতক্ষণ ব্যস্ত থাকবে, ততক্ষণ আমাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করার জন্য একটু সময় রেখো।

কেননা, অবসর হয়ে গেলে তুমি আর কারও আশার পাত্র হবে না।'

শত শত বছর পর নেপোলিয়নও আরবদের সাথে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেছেন। কেননা, বাস্তবতা একটাই হয় এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাগুলো অত্যন্ত মজবুত হয়। তিনি বলেছেন, 'যখন তুমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে চাইবে, তখন কোনো ব্যস্ত মানুষকে তার দায়িত্ব দাও। কারণ, একই সময়ে অবসর ও ব্যস্ততা একত্রিত হতে পারে না।'

(হে ভাই, সময় হলো একটি জাহাজের ন্যায়, যাতে আরোহণ করা যায়। দুনিয়া হলো সমুদ্র আর এই জাহাজের গন্তব্য হলো কবর। সুতরাং তুমি কী দিয়ে তোমার জাহাজকে পূর্ণ করছ?)

কবি বলেন :

'মানুষ তো একজন আরোহীর ন্যায়। যার জীবন কাটে সফরে সফরে।

দিন আর মাস গুনতে গুনতে তার সফর একদিন ফুরিয়ে যায়।

রাত যায় সকাল আসে, সকাল যায় রাত আসে।

এভাবে সে দুনিয়া ছেড়ে কবরের কাছে পৌঁছে যায়।'

৫. মূল্যবান ভান্ডার

যখন তুমি কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করবে, সম্পদ এবং সময় দুটোর মধ্যে কোনটিকে তুমি সঞ্চয় করে রাখতে চাও। অধিকাংশ মানুষকেই দেখবে, তারা খুব দ্রুততার সাথে উত্তর দিয়ে বলবে যে, সময়। অথচ সম্পদ কীভাবে ব্যয় করতে হবে, এই জ্ঞান লাভ করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, সময়কে কীভাবে ব্যয় করতে হবে, তা জানা থাকা। কারণ, সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভুল হলে তা শোধরানো সম্ভব। কিন্তু সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনো ভুল

হলে তা শোধরানো সম্ভব নয়; বরং তা ব্যক্তিকে ধ্বংসের মাঝেই নিপতিত করবে।

ইয়াহইয়া বিন ইউসুফ নামের একজন বিজ্ঞ আলিম এমনটিই বলেছেন। তিনি বলেন, 'সেই ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হই, যে সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে। অথচ তার বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই নিয়ে তার কোনো দুঃখ নেই।'

হে ভাই,

তোমার অবসর সময়টুকু একটি অশোধিত হিরার টুকরোর মতো। চাইলে তা দ্বারা অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তৈরি করতে পারো। আবার চাইলে তাকে সাধারণ পাথরের মতো পদদলিত করে নষ্টও করে ফেলতে পারো। এতে তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তুমি যা ইচ্ছে, তা-ই করতে পারো।

জন ম্যাক্সওয়েল তার TODAY MATTERS নামক বইতে বলেছেন :

- যদি তুমি একটি পূর্ণ বছরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে চাও, তাহলে শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করো।
- যদি একটি মাসের মূল্য বুঝতে চাও, তাহলে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করো। যিনি দীর্ঘ দশ মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার পর প্রসব করেছেন।

- যদি একটি সপ্তাহের গুরুত্ব বুঝতে চাও, তাহলে সাপ্তাহিক পত্রিকার একজন সাংবাদিক বা সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করো।
- যদি তুমি একটি দিনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে চাও, তাহলে একজন দিনমজুরকে জিজ্ঞাসা করো। যে তার উপার্জনের অর্থ দিয়ে ছয়জন সন্তানকে লালনপালন করে।
- যদি তুমি একটি ঘণ্টার গুরুত্ব বুঝতে চাও, তাহলে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসা করো। যারা একে অপরের সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছে।
- যদি একটি মিনিটের গুরুত্ব অনুধাবন করতে চাও, তাহলে এমন একজন মুসাফিরকে জিজ্ঞাসা করো, যার ফ্লাইট মিস হয়েছে।
- যদি একটি সেকেন্ডের গুরুত্ব বুঝতে চাও, তাহলে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো, যে অল্পের জন্য বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- যদি তুমি একটি ন্যানো সেকেন্ডের গুরুত্ব বুঝতে চাও, তাহলে একশ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় সিলভার ম্যাডেল পাওয়া একজন বিজয়ীকে জিজ্ঞাসা করো।

৬. একটি দিন নষ্ট করার অপরাধ

বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে অনেকের কাছে সময় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের মানুষদের মধ্যে অনেকে তাদের সঙ্গী-সাথিকে বলে, চলো, আমরা গল্পগুজব করে কিছুটা সময় অতিবাহিত করি। এমন কথার দ্বারাই সময়ের প্রতি তাদের অবহেলা, গুরুত্বহীনতা ও আল্লাহর (নৈকট্য) থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক ব্যক্তি সত্যই বলেছেন, 'অযথা সময় নষ্ট করা সময়ের প্রতি অবজ্ঞার আলামত বহন করে।'

'হে অকৃতজ্ঞ'

কতিপয় উলামায়ে কিরামের মতে عقوق الايام (সময়ের অপব্যবহার) বলতে বোঝায়—

যদি কোনো ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত কোনো ফরজ আদায়, মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন, আল্লাহর প্রশংসা আদায় বা তাসবিহ পাঠ, যেকোনো ভালো কাজ অথবা তার অর্জিত উপকারী ইলমকে কাজে লাগানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার দিন অতিবাহিত না করে, তাহলে সে ওই দিনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো।

'কীভাবে তুমি নিজের সময়গুলোকে হত্যা করছ!?'

- প্রতিনিয়ত (তোমার) টেলিভিশনে অনলাইন চ্যানেলগুলো দেখা এবং সব সময় সেগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকা।
- বেশি বেশি ঘুমানো এবং প্রত্যেকবার ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ সুখকর বিশ্রাম গ্রহণ করা।
- গুরুত্বপূর্ণ পড়া বাদ দিয়ে অযথা পত্রপত্রিকা নিয়ে পড়ে থাকা।
- অনর্থক মোবাইলে কথা বলা, শুধু শুধু এদিক সেদিক কল দিয়ে সময় নষ্ট করা।
- শরিয়াহসম্মত কিংবা শরিয়াহ-গর্হিত পন্থায় আনন্দ ভ্রমণ করা ইত্যাদি।

'সুযোগ হারালে...'

- সুযোগ চলে গেলে... তুমি বাবা-মায়ের সাথে সদাচরণ করার ইচ্ছা করো; অথচ তখন তোমার বাবা-মা কবরে শায়িত।
- সুযোগ চলে গেলে... জুমআর দিন তুমি সুরা কাহফ তিলাওয়াত করার ইচ্ছা করো ঠিক তখন, যখন মাগরিবের সময় প্রায় শেষ।
- সুযোগ চলে গেলে... তুমি ফজরের নামাজ পড়তে চাও তখন, যখন সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হবে হবে অবস্থা।

- সুযোগ চলে গেলে... তুমি তখন অন্যের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করতে চাও, যখন তোমার ও তার মাঝে দীর্ঘ পথের দূরত্ব হয়ে গেছে।
- সুযোগ চলে গেলে... পরীক্ষা শুরু হবার আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি, তখন তোমার পড়ার ইচ্ছা জাগে।
- সুযোগ চলে গেলে... তুমি তাওবা করতে চাও; অথচ ততক্ষণে রুহ কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেছে, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে, মালাকুল মাওত তার দায়িত্ব আদায় করছে।

'ইমাম মুআফফিক বিন কুদামাহর উপদেশ'

ইমাম মুয়াফফিক বিন কুদামাহর অসিয়ত :

তোমার মূল্যবান জীবনকে গনিমত মনে করো, গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোর প্রতি যত্নবান হও। মনে রেখো, জীবনটা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে আবদ্ধ, নিশ্বাসের সংখ্যা নির্ধারিত। তাই একেকটি নিশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে তোমার জীবন থেকে একটু একটু করে সময় ক্ষয়ে পড়ছে। জীবনটা খুবই ছোট। মাত্র কয়েকটি দিন মাত্র। এর প্রতিটি অংশ হীরা-জহরতের চেয়েও মূল্যবান। যার কোনো তুলনা এবং স্থলাভিষিক্ত হয় না। অল্প কিছু দিনের এই ক্ষুদ্র জীবনটা অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ চিরস্থায়ী শান্তিতে থাকবে আবার কেউ চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। যখন তুমি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী ভাবতে থাকবে, তখন তোমার

কাছে একেকটি নিশ্বাস জান্নাতের হাজার হাজার বছরের সমান মনে হবে। যা অনুমান করা অসম্ভব। আর যদি কারও অবস্থা এমনই হয়, তাহলে এর কোনো মূল্যই নেই। অতএব, মুক্তাতুল্য জীবনের সময়গুলোকে কর্মহীন নষ্ট করে দিয়ো না। কোনো মূল্য ছাড়া সময়গুলো অতিবাহিত করো না। সর্বদা চেষ্টা করো, যেন তোমার একটি নিশ্বাসও আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে ব্যয় না হয়। কারণ, তোমার কাছে যদি দুনিয়ার কোনো মণিমুক্তা থাকে, তাহলে তা নষ্ট করা তোমার জন্য শোভা পাবে না। সুতরাং কীভাবে তুমি হীরার চেয়েও মূল্যবান নিজের জীবনটা অবহেলায় নষ্ট করে দেবে?! অনর্থক নষ্ট হয়ে যাওয়া অতীতের জন্য কেনই-বা দুঃখ হবে না?

দ্বিতীয় পর্ব

মুক্তির উপায়

১. রাসুল ﷺ-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ-এর সময়ের ব্যাপারে বর্ণনা করে বলেন, 'রাসুল ﷺ-কে তাঁর ঘরে কখনো অবসর দেখা যায়নি। তিনি হয়তো কোনো মিসকিনের জন্য জুতো মেরামত করতেন অথবা কোনো বিধবার জন্য কাপড় সেলাই করতেন।'

তিনি জীবনে কখনো অবসর সময় কাটাননি। রাসুল ﷺ একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, সফল সেনাপ্রধান, প্রথম দায়ি ও আল্লাহভীরু আবিদ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা ও মিসকিনদের জন্য কাজ করতে ভুলে যেতেন না। বরং তাদের জন্য কাজ করাকে তিনি নিজের দৈনন্দিনের রুটিনের প্রথম সারিতে রাখতেন। দ্বীনের দাওয়াত, রিসালাতের গুরুদায়িত্ব ও উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধের চিন্তা করতেন সর্বদা। কখনো অবসর সময় কাটাতেন না। সময় পেলেই উম্মতের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

২. উপস্থিত লোকদের দেখে আগ্রহ তৈরি করা

তোমার পাশে সফল হওয়া যেসব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো আছে, তাদের দিকে লক্ষ করো। কীভাবে তারা সংগ্রাম করেছেন? দিন-রাত চেষ্টা চালিয়েছেন? কীভাবে তারা জীবন-যৌবনকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ক্ষয় করে দিয়েছেন? অবশেষে সফল হয়েছেন। অতএব তুমিও যদি তাদের মতো সফল হতে চাও, তাহলে তোমাকেও একই পথে হাঁটতে হবে।

৩. অনুপস্থিত লোকদের দেখে চেতনা সৃষ্টি করা

যারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছে এবং প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য দিয়েছে, এমন বীরেরা যদি তোমার সামনে নাও থাকে অথবা যদি মারাও যায়, তবুও তাদের মাঝে তোমার জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। হাসান বসরি ﷺ এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রশংসা এভাবে করতেন যে, 'আমি এমন কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পেয়েছি, যারা তাদের অর্থের চেয়ে জীবনের ব্যাপারে বেশি কার্পণ্য করতেন।'

- উমর ফারুক ﷺ-এর এমন কোনো সময় ছিল না, যাতে তিনি ঘুমাতেন। অনেক সময় তিনি বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেন। একদা তাকে বলা হলো, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি ঘুমান না?!' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি কীভাবে ঘুমাব? যদি আমি দিনে ঘুমাই, তাহলে

আমার প্রতি অর্পিত মুসলমানদের দায়িত্বগুলোকে নষ্ট করতে হবে। আর যদি রাতে ঘুমাই, তাহলে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশটুকু নষ্ট করতে হবে।'

- প্রখ্যাত মুফাসসির জামালুদ্দিন কাসিমি ﷺ এমন কিছু যুবকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা হেলায় খেলায় সময় নষ্ট করছিল। তখন তিনি বললেন, 'যদি সময়কে ক্রয়-বিক্রয় করা যেত, তাহলে আমি তাদের থেকে তাদের সময়গুলো কিনে নিতাম।' সময়ের প্রতি এতটা যত্নবান হওয়ার কারণেই তিনি পঞ্চাশ বছরের জীবনে প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
- এমনই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন, বিশিষ্ট ফকিহ, ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি ﷺ। যিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন, 'আমি সাত বছর বয়সে কুরআনে কারিম হিফজ সম্পন্ন করেছি। যখন আমার বয়স আট বছর, তখন আমি নামাজের ইমামতি শুরু করেছি[৩] এবং নয় বছর বয়সে হাদিস লিখেছি।'

তাঁর এমন বিশাল অর্জন ও উচ্চ মনোবলের প্রমাণ হিসেবে তাঁর আরও একটি মন্তব্য উপস্থাপন করছি। নিজের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'একদিন আমার কাছে এক লোক এসে ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে জানতে চাইল। অতীতে আমি এই বিষয় নিয়ে তেমন একটা উদ্যমী ছিলাম না। তাই

৩. ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর মতে নাবালিগ ছেলের ইমামতি জায়িজ।

তাকে বললাম, তুমি আগামীকাল আমার কাছে এসো।' অতঃপর ইমাম তবারি ﷺ ছন্দশাস্ত্রের ওপর লিখিত খলিল ইবনে আহমাদের একটি কিতাব খোঁজ করলে তারা তাঁকে কিতাবটি এনে দেয়। ফলে তিনি এক রাতের মধ্যেই সেই কিতাবটির সবগুলো কায়দা ও নিয়মকানুন আয়ত্ত করে ফেললেন। তিনি বলেন, 'আমি সন্ধ্যাবেলায় ছিলাম ছন্দ্রশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ একজন লোক। কিন্তু সকালবেলায় আমি হয়ে গেছি একজন ছন্দশাস্ত্রবিদ।'

- আবুল আব্বাস বিন আতা ﷺ ইমাম জুনাইদ ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তার পাশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি ইমাম জুনাইদ ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি উত্তর দিতে কিছুটা বিলম্ব করেন। কিছুক্ষণ পর সালামের উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আমার অজিফায় ব্যস্ত ছিলাম।' অতঃপর কিবলার দিকে চেহারা ফিরিয়ে তিনি তাকবির বলছিলেন। তখনই তিনি ইনতিকাল করেন।

- ফাতহ বিন খাকান খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সব সময় জামার আস্তিনের ভেতরে কিতাব রাখতেন। যখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অথবা নামাজের জন্য খলিফার সামনে থেকে উঠে আসতেন, তখন হাঁটতেন আর কিতাবের ওপর চোখ বুলাতেন। এভাবেই তিনি কিতাব পড়তে পড়তে তার গন্তব্যে যেতেন এবং সেখান থেকে ফিরতেন। এভাবে

তিনি খলিফার মজলিশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কিতাব পড়তেন। আবার খলিফা যখন কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে যেতেন, তখনও তিনি কিতাব বের করে খলিফা আসার আগ পর্যন্ত অধ্যয়নে মশগুল থাকতেন।

এরাই হলেন এমন মহাপুরুষ, যারা কার্পণ্যের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তাদের কার্পণ্য ছিল সময়ের সাথে। আর দুনিয়াতে যারা অবসর সময়কে আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে ব্যয় করেছে, তাদেরকে মহান রব জান্নাতের নিয়ামত দ্বারা সফল করেছেন। তিনি বলেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

'তোমরা দুনিয়ার জীবনে যা অগ্রে পাঠিয়েছ, তার জন্য স্বাচ্ছন্দে খাও এবং পান করো।'[৪]

৪. দায়িত্ব অনেক বেশি

এতে সন্দেহ নেই যে, একজন মানুষের ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব থাকে—নিজের, বাবা-মার, স্ত্রীর, সন্তানসন্ততির, পাড়া-প্রতিবেশীর, চাকর-চাকরানির। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে এসব দায়িত্ব পালনের মাঝে ডুবে থাকতে হয়। আবার যখন এই সময়ের সাথে তার দৈনন্দিনের জীবিকা অন্বেষণের জন্য ব্যয়িত দীর্ঘ সময়কে যুক্ত করা হবে, তখন সময় আরও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। জীবিকার জন্যই

---

৪. সুরা আল-হাক্কাহ : ২৪।

সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। এ জন্যই সময়ের মূল্য অনেক বেশি।

একদা কিছু লোক উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর নিকট এল। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব ও উম্মাহর চিন্তা তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তারা তার নিকট এসে বলল, 'নিজের বোঝাটা কিছুটা হালকা করে নিন।' তিনি তাদের বললেন, 'তাহলে আমার আজকের দিনের কাজগুলো কে করে দেবে?' তারা বলল, 'আগামীকাল সেগুলো আপনি করে নেবেন।' তিনি বললেন, 'একদিনের কাজ আদায় করতে করতেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। তাহলে দুদিনের কাজ একত্রিত হলে আমার কী অবস্থা হবে?!'

'মৃতদের কথা শোনো'

এমন একজন ব্যক্তির কথা বলছি, যিনি মৃত্যুর পরেও আমাদের উপদেশ দিয়েছেন এবং সঠিক পথের দিশা দিয়ে পুণ্যে অংশীদার হয়েছেন, তিনি হলেন আবু মুহাম্মাদ জাফর বিন মুহাম্মাদ আল-আব্বাসি ﵀। তিনি ৫৯৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইনতিকালের আগে অসিয়ত করেছেন যে, তার কবরের ওপর যেন এই কথাটি লিখে দেওয়া হয়, 'অনেক প্রয়োজন অপূরণীয় রয়ে গেছে। অনেক আশা বাস্তবায়িত হয়নি। অনেক মানুষ আক্ষেপ করে মারা গেছে।'

(আজ তুমি তোমার লক্ষ্যগুলোর মধ্য হতে কয়টি বাস্তবায়ন করেছ?)

৫. সফরের সময় ঘনিয়ে এসেছে

যখন মানুষ দুনিয়া থেকে পরপারের পথে যাত্রা করবে, দুনিয়া অতীত হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতের মুখোমুখি হবে, তখন সে আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তাকে সামান্য সুযোগ দেওয়া হতো! তাহলে দুনিয়ায় যে সময়গুলো সে নষ্ট করেছে, সেগুলোকে সে পরিশুদ্ধ করে নিত এবং যেগুলো ছেড়ে এসেছে, সেগুলো অর্জন করে নিত। কিন্তু না! তা কখনোই সম্ভব নয়। সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন-উত্তরের পালা। অচেতনতার সময় শেষ, সচেতন হওয়ার সময় শুরু। তাই মানুষ যদি এই বিষয়গুলো চিন্তা করে, তাহলে তার দীর্ঘ আশাগুলো সংকুচিত হয়ে আসবে, সময়ের প্রতি যত্নবান হবে। তাই কবি বলেন :

'অবসর সময়ে নফল সালাতের প্রতি গুরুত্ব দাও, হতে পারে সহসা তোমার মৃত্যু উপস্থিত হবে।

কত সুস্থ লোককে দেখেছি, কোনো রোগব্যাধি ছাড়াই তার প্রিয় আত্মা বের হয়ে গেছে।'

হে ভাই, তোমার একটি দিনের একটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার মানে হলো, তোমার জন্য নির্ধারিত আয়ুর একটি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। কবি বলেন :

'যেদিন তুমি দোলনায় ছিলে, সেদিন থেকেই আমি তোমাকে অপূর্ণতায় দেখছি,

তখন থেকেই তোমার একেকটি মুহূর্ত তোমাকে কবরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

হ্যাঁ! বাস্তবতা এমনই। আমাদের একেকটি নিশ্বাস আমাদের মৃত্যুর খুব কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা জানিও না, সেই মৃত্যু আমাদের কখন সংঘটিত হবে? সুতরাং বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কাজ কি এই নয় যে, হঠাৎ করে মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। একদিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ লোকজনকে নিয়ে এক জায়গায় বসা ছিলেন। যখন দ্বিপ্রহর হলো, তখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং বিরক্তিবোধ করলেন। তাই উপস্থিত লোকজনকে বললেন, 'আমি আসা পর্যন্ত আপনারা এখানেই অবস্থান করবেন।' অতঃপর তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। এমন সময় তার ছেলে আব্দুল মালিক এসে উপস্থিত লোকজনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, 'তিনি ঘরের ভেতরে গিয়েছেন।' অতঃপর তিনি অনুমতি চেয়ে বাবার কাছে প্রবেশ করে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, কেন আপনি ঘরে প্রবেশ করেছেন?' তিনি বললেন, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে এসেছি।' ছেলে বলল, 'আপনি এখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন আর প্রজারা বাইরে আপনার অপেক্ষায় আছে, আপনি কি নিশ্চিত যে, এই অবস্থায় আপনার মৃত্যু আসবে

না?!' সাথে সাথে উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মানুষের কাছে চলে গেলেন।

'বস্তু ও তার ছায়া'

দীর্ঘ আশা করা এবং খারাপ আমল করা, উভয়ের মাঝে একটি আবশ্যক ও একমুখী সম্পর্ক রয়েছে। এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন রাসুলে কারিম ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁। যিনি নববি পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, 'যার আশা অনেক দীর্ঘ হয়, তার আমল মন্দ হয়।'

সুতরাং যখনই এমন কাউকে দেখবে, যে আমলে ত্রুটি করে, আল্লাহর হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, মনে করবে যে, তার অন্তরের মধ্যে মৃত্যুর স্মরণ নেই। এভাবে যখন কারও অবাধ্যতা আর সীমালঙ্ঘন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার আশা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে থাকে।

'হে প্রভু, একটু সময় দিন'

মালিক, আমাকে একটু সুযোগ দিন। আমি দুনিয়াতে ফিরে যাব। আপনাকে সিজদা করব। আপনার কাছে মাথা নত করব। রুকু করব। আমার অতীতের পাপগুলোর জন্য আপনার কাছে অশ্রুসজল চোখে প্রার্থনা করব। ক্ষমা চাইব আপনার দরবারে। মায়ের কদমে চুম্বন করব, জীবনভর যার অবাধ্যতাই করে আসলাম। বাবার হাত ধরে ক্ষমা

চাইব, দুনিয়াতে যার সাথে ভালো আচরণ করিনি। হে প্রভু, আমাকে একটু সুযোগ দিন। দুনিয়াতে গিয়ে ভালো কাজ করব। সত্যকে সাহায্য করব।

হে আল্লাহ, সেই সময়গুলো থেকে একটু সময় দিন, দুনিয়াতে যেই সময়গুলো নষ্ট করে এসেছি আমার কামনাবাসনা চরিতার্থের জন্য এবং শয়তান ও আমার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে।

হায়...! বহু মৃত লোক এই আশা ব্যক্ত করেই যাবে আর আগুনের মধ্যে পাক খেতে থাকবে, গরম পানিতে সিদ্ধ হতে থাকবে। হে ভাগ্যবান যুবক, তুমি এখনো অবকাশের মধ্যেই রয়েছ। এখনো তোমার সময় আছে। সুতরাং কখন তুমি রবের দরবারে কান্না করবে?

হে ভাই, তুমি এখনো বহু মানুষের আশার কেন্দ্রস্থলে আছ। কত মৃত লোক একটি মাত্র মুহূর্তের জন্য আল্লাহর কাছে জীবন ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু তারা সে সুযোগ পাবে না। অথচ তুমি এমন মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে আল্লাহর অবাধ্যতায় অতিবাহিত করে যাচ্ছ। শুধু মুহূর্তই নয়; বরং একেকটি ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছরকে তুমি অযথা নষ্ট করে দিচ্ছ। কখন তুমি চেতনা ফিরে পাবে?!

হে ভাই, এখনো কি আল্লাহ তাআলার সেই বাণীর মর্ম অনুধাবন করোনি? তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

'আর তাদের ও তারা যা আকাঙ্ক্ষা করে, তার মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে।'[৫]

হে আমার ভাই, সেই মহান সত্তাকে ভুলে যেয়ো না—যিনি তোমার সাক্ষাতের জন্য তোমার প্রতিটি নিশ্বাসকে গণনা করছেন। কবি বলেন :

'জীবন তো কেবল একটি রাত মাত্র। যার পরে আবার দিন আসে এবং দিনের পরে দিন আর মাসের পরে মাস আসে।

এই সময়গুলো একটি আরোহণযোগ্য বাহনের মতো। যেগুলো নতুন নতুন প্রাণগুলোকে ধীরে ধীরে পুরাতন করে দিচ্ছে, সুস্থ সবল মানুষের দেহের অংশগুলোকে কবরের কাছাকাছি করে দিচ্ছে।

সময় সকলকেই ক্রমান্বয়ে নিয়ে যায়, আবার কাউকে রেখে যায় অন্যের জন্য, আর তারা এমনভাবে বণ্টন করে যায়, যাতে কেউ বাদ না পড়ে।'

---

৫. সুরা সাবা : ৫৪।

তৃতীয় পর্ব

সময়ের বর্গক্ষেত্র

সময় এক আশ্চর্যজনক বর্গক্ষেত্র। এর চারটি পার্শ্ব বা বাহু রয়েছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহুটি হলো, যখন তোমার কাছে একের পর এক সময়গুলো উপস্থিত হতে থাকে, তখন তুমি তা নষ্ট হওয়া থেকে এবং অযথা ব্যয় হওয়া থেকে রক্ষা করবে। আর চারটি বাহু হলো : ১. আমল করা। ২. দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করা। ৩. সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা। ৪. বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করা।

সবার জীবন এই চারটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ (সামনে) আসবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই চারটি বাহুর উপকারিতা কী?

- **শ্রেণিবিন্যাস :**

স্বভাবগতভাবেই মানুষ খুব দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে যায় এবং বারবার সংঘটিত হওয়া বিষয়কে এড়িয়ে যায়। তাই ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচা ও সময়কে উত্তমভাবে কাজে লাগানোর জন্য শ্রেণিবিন্যাসের খুবই প্রয়োজন।

- **ভারসাম্য বজায় রাখা :**

খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই জীবনের নানামুখী অংশের সাথে ভারসাম্য করে চলতে পারে। তাই অনেক যুবককে দেখবে, সে তার পড়ালেখার প্রতি খুবই যত্নবান, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি করে। অথবা সামাজিকতার সাথে মিশতে পারে না। আবার অনেককে দেখবে, খুব স্বাচ্ছন্দ্যে, সানন্দে, আনন্দ-উচ্ছলতার সাথে জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু পড়ালেখার ক্ষেত্রে সে ব্যর্থ। এমন লোকদের আমি 'অসম্পূর্ণ বাহুওয়ালা' বলে অভিহিত করি। আর যে ব্যক্তি তার জীবনের সর্বদিকের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে এবং তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে, সেই হলো প্রকৃত ও পরিপূর্ণ মানুষ।

ভারসাম্য রক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই চারটি বাহুকে সমানভাবে পালন করতে হবে। না বিষয়টি এমন নয়। তুমি দেখবে, একজন ছাত্র পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে পড়ালেখা, মুতালাআ, যোগ্যতা অর্জন ও গবেষণায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে জীবনের অন্য অংশগুলোকে অবহেলা করছে। সুতরাং সবক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক জিনিসকে তার জন্য নির্ধারিত অংশ ও প্রাপ্য দিতে হবে। কেননা, কিছুক্ষণ পরেই তুমি মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। আর মৃত্যুর পর ফিরে

আসার কোনো সুযোগ নেই। অতএব সবকিছুকে তার পাওনা সঠিকভাবে দিয়ে দিতে হবে।

- **বাস্তবায়ন করার অনুভূতি থাকা :**

তুমি সময়কে ইউনিট হিসেবে ভাগ করে নেবে। এ ক্ষেত্রে এক সপ্তাহকে এক ইউনিট ধরতে পারো। এর অর্থ হলো সময়ের উল্লিখিত চারটি বাহু বা দিককে গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে পারা। যেমন : প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি টার্গেট করে করে একেকটি আমল করার প্ল্যান করবে। এই সপ্তাহে একটি আমল করবে আবার আগামী সপ্তাহে অন্য একটি আমল করবে। এভাবে টার্গেট করার কারণে তোমার অটোম্যাটিকভাবে স্মরণ হয়ে যাবে এবং দৈনন্দিন রুটিনে তা মনে পড়বে। এভাবে প্ল্যান করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, প্রতি সপ্তাহেই তোমাকে সফল হতে আগ্রহ জোগাবে। আর সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মাঝে কোনো টার্গেট বাস্তবায়নের প্রতি কিংবা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ কাজ করে। যদি এভাবে এগিয়ে যেতে থাকো, তাহলে তোমার মাঝে সময়কে আরও বেশি করে, ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য অধিক আগ্রহ ও সাহস তৈরি হবে। আর যদি তুমি তোমার সময়কে গনিমত মনে করে সঠিক পথে ব্যয় করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তিনি বলেন :

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

'যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদের তাকওয়া দান করেন।'[৬]

যদি তোমার চেষ্টা ও শ্রমকে বৃদ্ধি করো এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখো, তাহলে এতে আত্মিক স্বাদ পাবে, অন্যের মাঝেও প্রভাব পড়বে এবং দিনের পর দিন তোমার উন্নতিই সাধিত হবে।

প্রথম বাহু : ইমান ও আমলসংক্রান্ত

তুমি তোমার সময়গুলোকে নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করে দাও। যেমন : একটি আয়াত তিলাওয়াত করা, হাদিসের আলোচনা, ইসতিগফার, তাসবিহ-তাহলিল, নামাজ, দাওয়াত, পড়ালেখা, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শেখানো, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি। যদি সময়গুলোকে এসব আমল দ্বারা ব্যস্ত রাখতে পারো, তাহলে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিগুলো ডানা মেলতে পারবে, উন্নত হবে। কারণ, সময়গুলো এভাবে কাজে লাগালে আমরা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হব। (হাদিসে কুদসিতে এসেছে) আল্লাহ তাআলা বলেন : مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، 'নফল আমলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী

---

৬. সুরা মুহাম্মাদ : ১৭।

হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি।" আর আল্লাহ তাআলা যেই বান্দাকে ভালোবাসেন, তার সাথে তিনি কী আচরণ করবেন বলে তোমার মনে হয়?

সময়কে কাজে লাগানোর এই মহাপুরস্কারের কারণেই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ অনুতপ্ত হয়েছেন। কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি বা দুনিয়ার কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে অনুতপ্ত হননি। বরং তিনি নিজেই বলছেন যে, 'আমি সেদিনের মতো আর কোনো দিন কোনো কিছুর জন্য অনুতপ্ত হইনি, যেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছিল, অথচ আমার আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি।'

সময় তো একের পর এক অতিবাহিত হয়েই যাচ্ছে। সুতরাং যেই মুহূর্তটি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অতিবাহিত করা হয়নি, সেটি পরিত্যক্ত ও নষ্ট হয়ে গেল। যা আর কখনো ফিরে আসবে না। আর যেই মুহূর্তগুলোতে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করা হয়, সেই মুহূর্তগুলোই অত্যন্ত দামি ও লাভজনক। যেমনটি সুলাইমান আত-তামিমির মাঝে ছিল। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়, তাঁর এমন কোনো মুহূর্ত অতিবাহিত হতো না যে, তিনি সে সময় কোনো না কোনো সদাকা করেননি। আর যদি সদাকা করার মতো কিছু না থাকত, তাহলে তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়তেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

---

৭ তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭৮৩৩।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে রাসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকাজ করো।'[৮]

তবে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে, কোনো কিছু অর্জনের চেয়ে রক্ষার গুরুত্ব অধিক বেশি। ব্যবসার মধ্যে মুনাফা অর্জনের চেয়ে ব্যবসার ওপর থেকে সব ধরনের ক্ষতিকর দিকগুলো প্রতিহত করা প্রথম কর্তব্য।

(প্রিয় ভাই) তোমার সময় হচ্ছে তোমার মূলধন। এই লেখাটি পড়ার দ্বারা যদি তোমার অধিক লভ্যাংশ অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তোমাকে অবশ্যই লভ্যাংশকে ক্ষতি থেকে দূরে রাখতে হবে। তোমার নিজের কোনো দোষ-ত্রুটি বা ক্রোধের কারণে যেন লভ্যাংশের ক্ষতি হয়ে না যায়। আর তুমি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে তখনই, যখন তোমার সময়গুলো আল্লাহর নাফরমানি ও হারাম কাজ থেকে মুক্ত হবে। যেমন : হারাম গান শ্রবণ করা, ইন্টারনেটে নগ্ন ও অশ্লীল ক্লিপ দেখা, হারাম কাজ সম্পাদন করার জন্য কোথাও যাওয়া এবং খারাপ মানুষের সাথে ওঠাবসা করা।

(আবু সুলাইমান আদ-দারিনি رحمه الله সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, 'কোনো ব্যক্তি তার অতীত জীবন আল্লাহর

---

৮. সুরা আল-মুমিনুন : ৫১।

অবাধ্যতায় অতিবাহিত করায় যদি তার ভবিষ্যতের জীবন নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সে ক্রন্দন করে এবং দুঃখ করে, তাহলে সেই ব্যক্তির কতটুকু দুঃখ করা উচিত যে, অতীতের ন্যায় তার ভবিষ্যতকেও অজ্ঞতার আঁধারে অতিবাহিত করছে? !')

প্রথমেই প্রাত্যহিক কিছু আমলের রুটিন দেওয়া হলো :

১. বারো রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার সালাত আদায় : দিন ও রাতে মোট ১২ রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। হাদিসেও এমনটিই বর্ণিত আছে।

২. কুরআন তিলাওয়াত : নিয়মিত কুরআনে কারিম থেকে ৪/৬/১০ পৃষ্ঠা করে নির্দিষ্ট একটি অংশ তিলাওয়াত আবশ্যক করে নেওয়া। যার পক্ষে যতটুকু তিলাওয়াত করা সম্ভব, ততটুকু তিলাওয়াত করা চাই। তোমার যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, কখনো কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিয়ো না। বরং প্রতি মাসে তোমার নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়েও এক পৃষ্ঠা বা সাধ্যমতো বেশি পড়ার চেষ্টা করবে, যাতে এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় তুমি দৈনিক এক পারা পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারো। এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করা তোমার একটা গেম খেলার সময়ের এক-তৃতীয়াংশও

হবে না, আর একটি ফিল্ম দেখার সময়ের সাথে তুলনা করলে তো তার এক-চতুর্থাংশও হবে না।

৩. হিফজুল কুরআন : পবিত্র কুরআনে কারিমের তিলাওয়াতের পাশাপাশি প্রতিদিন একটু একটু করে মুখস্থ করা। যাতে জান্নাতে প্রবেশ করার পর ফেরেশতারা তোমাকে বলতে পারে যে, পড়ো আর ওপরের দিকে উঠতে থাকো। অতঃপর তুমি একেকটি আয়াত তিলাওয়াত করবে আর ওপরের দিকে আরোহণ করতে থাকবে। এভাবে তোমার মুখস্থ থাকা শেষ আয়াতটি তিলাওয়াত করা পর্যন্ত উঠতেই থাকবে। তাহলে বলো তো দেখি! পবিত্র কুরআনের কতটুকু মুখস্থ করেছ তুমি?! তুমি কি চাও না জান্নাতের সর্বোচ্চ ভবনের সর্বোচ্চ স্তরে থাকতে? যারা অতীত থেকেই জীবনের সময়গুলো নষ্ট করে আসছ এবং রাসুলে কারিম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত মহামূল্যবান ধনভান্ডারকে পদদলিত করছ, শোনো তোমরা! রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ

'কিয়ামতের দিন কুরআনে কারিম ফ্যাকাশে ব্যক্তির মতো এসে তিলাওয়াতকারীকে বলবে, "আমাকে চেনো?! আমি সে, যে তোমাকে রাত্রে জাগ্রত রাখত। মধ্যাহ্নের তাপের সময় পিপাসার্ত করে রাখত। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসার পিছে পিছে চলে, আর আমি আজ তুমি-সহ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর (তিলাওয়াতকারীর) পেছনে আছি।" অতঃপর তাকে জান্নাতের রাজত্ব দেওয়া হবে ডান হাতে আর স্থায়িত্বের পরওয়ানা দেওয়া হবে বাম হাতে। এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে।'[৯]

এটি পবিত্র কুরআনে কারিমের বরকত। যা রাতের বেলায় কেবল মুখের আওয়াজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে দিনের বেলায় ভিন্ন রকম ফলাফল প্রকাশ করে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তোমার মাঝে কঠিন গরমেও রোজা রাখার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু কথা হলো কুরআন ধূসর আকৃতি ধারণ করে আসবে কেন?!

এর ব্যাখ্যা হলো, পবিত্র কুরআন কিয়ামতের দিন তার তিলাওয়াতকারীর রূপ ধরে মলিন চেহারায় উপস্থিত হওয়ার কারণ হলো, সেই ব্যক্তি দুনিয়ায় তার প্রতিটি সময়কে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেই ব্যস্ত রাখত। ফলে কুরআনে কারিম রাতের বেলায় তাকে জাগ্রত রাখতে রাখতে সে ক্লান্ত

---

৯. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল আওসাত : ৬/৫১।

হয়ে গেছে এবং দিনের বেলায় রোজা রাখতে রাখতে তার চেহারা মলিন হয়ে গেছে।

পূর্বের কথাগুলো ছিল উৎসাহমূলক, সামনের কথাগুলো শাস্তি-সম্পর্কিত

নবি কারিম ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ

'যার অন্তরে কুরআনে কারিমের সামান্য অংশও নেই, সেটা বিধ্বস্ত বাড়ির ন্যায়।'[১০]

বরং রাসুল ﷺ এমন একদল যুবক সাহাবিকে নিয়ে গর্ব করেছেন, যাঁরা তোমাদের প্রতীক্ষায় আছে, কখন তোমরা তাঁদের সাথে মিলিত হবে হে যুবকেরা! রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ

'তোমরা চার ব্যক্তির কাছ থেকে কুরআনে কারিম শিক্ষা করো। ১. ইবনে মাসউদ থেকে। ২. উবাই

---

১০. সুনানুত তিরমিজি : ২৯১৩।

বিন কাব থেকে। ৩. মুআজ বিন জাবাল থেকে। ৪. আবু হুজাইফার মুক্তদাস সালিম থেকে।'[১১]

এই চারজনের মধ্যে মুআজ ﷺ, ইবনে মাসউদ ﷺ ও সালিম ﷺ এই তিনজনই ছিলেন যুবক।

হে যুবক-যুবতিরা, দিন-রাত আল্লাহর কালামের সাথে সময় কাটাও। দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কালামুল্লাহ তিলাওয়াত করতে থাকো। আমলনামাকে উজ্জ্বল করার এই সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ো না। সময়গুলোকে সুরভিত করে তোলো। ইবনে ইরাক আদ-দিমাশকি ﷺ তাঁর সাথিদের কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার আদেশ দিতেন। প্রতি রাতে ইশার সালাত শেষে তিনি সবার সামনে সুরা মুলক তিলাওয়াতের পরে এই কবিতাংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাতেন। তিনি বলতেন :

কথাগুলো অনেক পুরোনো, কিন্তু তা শুনে কখনো ক্লান্তি আসে না।

তার তিলাওয়াতের কারণে আমার অন্তর ও নিয়তের মধ্যে এবং কাজের মাঝে পবিত্রতা আনয়ন করে।

এর মাধ্যমেই আমি সব রোগ থেকে আরোগ্য পাই।

---

১১. সহিহুল বুখারি : ৪৯৯৯, সহিহু মুসলিম : ২৪৬৪, সুনানুত তিরমিজি : ৩৮১০।

কিন্তু এটি জানা থাকা সত্ত্বেও উদাসীন থাকলে তা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে দাঁড়াবে।

হে প্রভু, তাই এই পবিত্র কালাম হিফজ করার মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করুন।

আর আমার অন্তরকে আলোকিত করুন এবং চক্ষুকে শীতল করুন।

৪. এক রাকআত হলেও বিতরের সালাত আদায় করা।[১২]

৫. চাশতের সালাত আদায় করা : আমাদের দেহের ৩৬০ জোড়ার দৈনন্দিন আবশ্যকীয় সদাকার পরিবর্তে চাশতের দুই রাকআত সালাতের বৈধতা আরোপ করা হয়েছে। পুরো দেহের অর্থাৎ এই ৩৬০ জোড়ার সদাকা হিসেবে সামান্য এই দুই রাকআত সালাতই যথেষ্ট। এটি কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। অথচ অধিকাংশ মানুষ তা থেকে গাফিল।

৬. শাওয়াল, আশুরা, আরাফা এবং প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়ামগুলো পালন করা।

৭. বেশি বেশি সদাকা করা : তালক বিন হাবিব ﷺ প্রত্যেক সালাতের সময় সদাকার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে বের হতেন। যদি কিছু না পেতেন, তাহলে তিনি পেঁয়াজ

---

১২. বিতরের রাকআত সংখ্যা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আহনাফদের মতে বিতরের সালাত তিন রাকআত পড়া ওয়াজিব। (অনুবাদক)

নিয়ে যেতেন আর বলতেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রাসুলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সদাকা দাও।'[১৩]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার আগে কিছু সদাকা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

৮. প্রতিদিন হজ-উমরা পালন করা : কেননা নবি কারিম ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির

---

১৩ সুরা আল-মুজাদালা : ১২।

করে, অতঃপর দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ ও উমরার সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ (হজ ও উমরার সাওয়াব)।'[১৪]

৯. দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করা : সমস্ত নবি-রাসুলের রিসালাতের একটি গুরুদায়িত্ব ছিল আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। আর আল্লাহ তাআলাও নবি-রাসুলদের তাঁর এই বাণীর ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা নিয়ে গর্ববোধ করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

'বলে দিন, "এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দিই আমি এবং আমার অনুসারীরা।"'[১৫]

হে মুসলিম ভাই, তাহলে চিন্তা করো তো! তুমি কি তোমার রাসুলের অনুসরণ করতে পেরেছ? যেভাবে তিনি উম্মাহকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, তুমি কি সেভাবে আহ্বান করতে পেরেছ? না তুমি অলসতা ও অবহেলা করে

---

১৪. সুনানুত তিরমিজি : ৫৮৬।

১৫. সুরা ইউসুফ : ১০৮।

দাওয়াত থেকে বিরত থেকেছ এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যদের অনুসরণ করেছ আর তাঁর পদ্ধতিকে অন্ধের মতো এড়িয়ে গিয়েছ? তুমিই তোমার অবস্থান নির্ণয় করো।

নেকি অর্জন, মিজানের পাল্লাকে ভারী করা ও আমলনামা পবিত্র করার জন্য দাওয়াহ ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বান) অত্যন্ত উত্তম ও চমৎকার পন্থা। মৃত্যুর পরেও এর প্রতিদান লিপিবদ্ধ হতে থাকে। নবি কারিম ﷺ এই মহামূল্যবান আমলের পক্ষে প্রতিদান ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেছেন :

لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

'তোমার দ্বারা কেবল একজন লোক হিদায়াত পাওয়া তোমার জন্য লাল উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।'[১৬]

হে যুবক ভাইয়েরা, তোমরা যৌবনের এই ভরা মৌসুমে দাওয়াতের ময়দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার প্রতি আগ্রহী হও। তা হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা-ভাষণ অথবা দরসের মাধ্যমে বা ছোট ছোট কিতাবাদি ও রিসালাহ প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে। অথবা ইমেইল, ইউটিউব-সহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে। অথবা পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও কাছের মানুষদের সাথে দ্বীনি আলোচনার মাধ্যমে। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি অন্যের কল্যাণে নিজের

---

১৬. সহিহুল বুখারি : ২৯৪২।

সময় ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা তার সময়ের মধ্যে বরকত দান করেন। ফলে অন্যরা যেই কাজ করতে কয়েক মাস বা বছর লেগে যায়, তার সে কাজ সম্পাদন করতে মাত্র কয়েকদিন বা সপ্তাহ ব্যয় হয়। সুবহানাল্লাহ।

১০. মসজিদে ইলমি মজলিশে উপস্থিত থাকা : তুমি কি জানো যে, মসজিদের কোনো একটি ইলমি দরসে উপস্থিত হলে একটি পরিপূর্ণ হজের সাওয়াব পাওয়া যায়? রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ

'যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণকর বিষয় শেখার জন্য অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে, তাহলে তার জন্য এমন একজন হাজির হজের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করা হবে, যে তার হজকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছে।'[১৭]

দ্বিতীয় বাহু : দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন

হে যুবক, তোমাদের বলছি..., তোমাদের অবশ্যই কিছু বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যেগুলো তোমাদের খুবই প্রয়োজন। যদি

---

১৭. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭৪৭৩।

যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্য কর্ম ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হবে। এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি বিনিয়োগ। যদি তা অন্বেষণে ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকো, তবেই তা অর্জন করতে পারবে। তাই যত দ্রুত এই চেষ্টা শুরু করবে, তত দ্রুত তোমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার উজ্জ্বল হতে থাকবে। এমন কিছু যোগ্যতা হলো :

- যোগাযোগ বিদ্যা।
- ব্যক্তিগত রীতিনীতি-সম্পর্কিত বিদ্যা।
- সময় পরিচালনার জ্ঞান।
- পারস্পরিক আলোচনা করার যোগতা।
- দ্রুত পড়ার যোগ্যতা।
- প্রতিবেদন ও মৌলিক জীবনী লেখার যোগ্যতা।
- উপস্থাপন দক্ষতা।
- বিভিন্ন বিদেশী ভাষা সমানভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা।

বর্তমানে কর্মের বাজারে এই যোগ্যতাগুলো আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তোমাদের আমি সাহাবায়ে কিরামের একটি যোগ্যতার কথা বলব। দেখো, তাঁরা কতটা দক্ষ ছিলেন। জাইদ বিন সাবিত ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে ইহুদিদের কিতাবের ভাষা শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহর

কসম, তখনো কোনো ইহুদি আমাদের কিতাবের প্রতি ইমান আনেনি। অতঃপর অর্ধমাস অতিবাহিত হতে না হতেই আমি তা শিখে ফেললাম। তারপর রাসুল ﷺ যখন কোনো ইহুদির কাছে পত্র লেখার ইচ্ছা করতেন, আমি লিখে দিতাম। তারা কোনো পত্র দিলে আমি তা পড়ে দিতাম।'

হে যুবক, তোমাকে বলছি, বর্তমান সময়ে বিধর্মীদের কয়টি ভাষা শিখেছ তুমি?! কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছ তাতে?! কতটুকু সময় ব্যয় করেছ তা শেখার জন্য?!

প্রিয় যুবক ভাইয়েরা, কেন আমরা সময়গুলোকে সেসব মুবারক আমল দ্বারা ব্যস্ত রাখি না, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের কাছে সম্মান বেড়ে যায়! এতে তো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সম্মান নিহিত রয়েছে।

বর্তমানে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্টসহ অনেক ধরনের মুসলিম পেশাজীবী লোকদের প্রয়োজন অনুভব করি। প্রত্যেক সেক্টরে এমন কিছু দায়ির প্রয়োজন, যারা উত্তম চরিত্র ও যথার্থ ইলমের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এই মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সময়কে পরিপূর্ণ কাজে না লাগাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা

কেউ এই সেক্টরগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে না। তাই কেন তুমি অবসর সময় ও সুযোগগুলোতে এসব যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ না?!

তৃতীয় বাহু : সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা

- **এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের কর্তব্য**

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

> حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ
>
> 'এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে। ১. সালামের উত্তর দেওয়া। ২. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা। ৩. জানাজায় অংশগ্রহণ করা। ৪. দাওয়াতে সাড়া দেওয়া। ৫. হাঁচির উত্তর দেওয়া।'[১৮]

অপর বর্ণনায় এভাবে আছে, خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ 'একজন মুসলিমের জন্য তার অপর ভাইয়ের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে।'...[১৯]

---

১৮. সহিহুল বুখারি : ১২৪০।

১৯. সহিহ মুসলিম : ২১৬২।

ইবনুল আরাবি ﷺ বলেন, এই হকগুলোর প্রতি তোমাকে যত্নবান হতে হবে এবং ইসলামের সাম্যের শিক্ষা সবার মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হলো সকল মুসলিম সমান। তাই এমন কথা বলো না যে, এ তো বাদশাহ; সে অনেক সম্মান-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধিকারী। আর এ তো ফকির, দরিদ্র। এ ধরনের কথা বলো না। নিম্ন শ্রেণির কাউকে হেয়জ্ঞান করো না। ইসলামকে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির মতো মনে করো। আর সকল মুসলমানকে সেই ব্যক্তির অঙ্গ মনে করো। কেননা, মুসলিম ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে না, যেমনিভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া কোনো মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

- **আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা**

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

حُسْنُ الْجِوَارِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَعْمُرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الْأَعْمَارِ

'প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং সুন্দর আচরণ করার দ্বারা ঘর আবাদ হয় এবং বয়স বৃদ্ধি পায়।'[২০]

---

২০. ইবনে আবিদ দুনইয়া ﷺ কৃত মাকারিমুল আখলাক : ৩২৯।

এই হাদিসের সাথে সময়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, এতে বয়স বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। আর হাদিসের এই কথাটির দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রথমত, এখানে 'বয়সের বৃদ্ধি' দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। যেমন : জীবনে বরকত হলে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ বেশি বেশি করা যায় এবং এমন সব আমল সম্পাদন করা যায়, যা পরকালে কাজে আসবে।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবিকভাবে বয়স বেড়ে যাবে। যেমন বলা হলো যে, ওমুক ব্যক্তি যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তাহলে তার মোট আয়ু হবে ১০০ বছর। আর যদি তা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে তার মোট আয়ু হবে ৬০ বছর। আর আল্লাহ তাআলা তো ভালোই জানেন যে, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে, না ছিন্ন করবে।

রাসুল ﷺ-এর প্রায় উপদেশে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি দাসী ছিল। তাকে আমি আজাদ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর নবি কারিম ﷺ আমার কাছে আসলেন এবং বললেন :

آجَرَكِ اللهُ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুরস্কার দান করুন। যদি এটি তোমার মামাদের দান করতে, তাহলে তোমার প্রতিদান আরও বেড়ে যেত।'[২১]

এই হাদিস থেকে আতা বিন আবি রাবাহ ﷬ একটি শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, 'দারিদ্র্য দূর করার জন্য এক হাজার দিরহাম খরচ করার চেয়েও আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয়ের জন্য এক দিরহাম খরচ করা অধিক প্রিয়।' এরপর এক ব্যক্তি তাকে বললেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, আমার আত্মীয়রা যদি আমার মতোই ধনী হয়ে থাকে, তাহলে কী করব?' তিনি বললেন, 'তারা ধনী হলেও তাদেরকেই দাও।'

অপর দিকে যারা নিজেদের উত্তম জিনিসগুলো আত্মীয়দের মাঝে ব্যয় করে না, তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি করে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ، فَسَأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنَعَهُ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তির কাছে তার চাচাতো ভাই কোনো অনুগ্রহ তালাশে আসার পর সে তাকে নিষেধ করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন।'[২২]

---

২১. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯০।

২২. তাবারানি ﷬ কৃত আল-মুজামুস সগির : ৯৩। আলবানি ﷬ এটিকে হাসান লি-গাইরিহি বলেছেন।

রাসুল ﷺ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي ذَا رَحِمِهِ، يَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَخْرَجَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ، فَيُطَوَّقُ بِهِ

'কোনো নিকটাত্মীয় যদি তার অপর নিকটাত্মীয়ের কাছে গিয়ে এমন কোনো অনুগ্রহ কামনা করে, যা আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেছেন, অতঃপর সে তা দিতে কার্পণ্য করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে একটি সাপ বের করে আনবেন। যাকে شُجَاعٌ বলা হয়। সে তার ঠোঁট চাটতে থাকবে। অতঃপর তাকে প্যাঁচিয়ে ধরবে।'[২৩] (হাদিসটি হাসান সহিহ।)

■ এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ

তুমি কি কোনো এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেছ কখনো?! রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হোক এবং প্রয়োজন পূরণ হোক? (যদি চাও) তাহলে এতিমের প্রতি দয়া করো, তার মাথা মুছে দাও, তুমি যা খাও তাকে তা খাওয়াও—তবেই তোমার অন্তর নরম হবে এবং প্রয়োজন পূরণ হবে।'[২৪]

---

২৩. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল আওসাত : ৫৫৯৩।

২৪. শাব্দিক কিছুটা তারতম্যের সাথে এটি বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আল-জামিউস সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ : ১০/২৪৪;

শুধু তাই নয়, রাসুলে কারিম ﷺ তোমাকে এই সুসংবাদও দিয়েছেন যে, এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী ও তিনি জান্নাতে পাশাপাশি অট্টালিকায় থাকবেন। তা হবে খুব কাছাকাছি। স্বয়ং রাসুল ﷺ-এর পাশের আসনে থাকবে সে। তিনি ইরশাদ করেছেন :

> أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا
>
> 'আমি ও এতিমের রক্ষণাবেক্ষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইশারা করেছেন। আর উভয় আঙুলের মাঝে সামান্য ফাঁকা রেখেছেন।'[২৫]

হে মুসলিম ভাই, এখনো কি তুমি এই সুযোগ গ্রহণ করোনি? রাসুল ﷺ-এর পার্শ্ববর্তী ফ্লাটটি এখনো বুকিং দাওনি?! তিনি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রতিবেশী। নাকি এখনো তুমি উদাসীন হয়ে আছ?!

- **দুর্বলদের সহায়তা করা**

যদি তোমার কাছে সময়কে সংকীর্ণ মনে হয় এবং সবকিছু বোঝা মনে হয়, তাহলে দুজন খলিফার ঘটনা শোনো।

হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২১৪।
২৫. মুসনাদু আহমাদ : ২২৮২০।

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে পাড়ার লোকদেরকে তাদের বকরির দুধ দোহন করে দিতেন। অতঃপর যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তাদের মধ্য হতে এক দাসী বলে উঠল, 'এখন আর তিনি দুধ দোহন করবেন না।' আবু বকর ﷺ শুনে বললেন, 'বরং আমি আশা করি যে, আমি এতদিন যে কাজ করতাম, তা থেকে যেন আমার পরিবর্তন না হয়।'

উমর ﷺ বিধবা নারীদের দেখাশুনা করতেন। রাতের বেলায় তাদের পানি পান করাতেন। একদা তালহা ﷺ উমর ﷺ-কে এই অবস্থায় এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে ফেলেন। ফলে তিনি দিনের বেলায় এসে সেই বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা বসে আছেন। তখন তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'এই ব্যক্তি এখানে এসে কী করে?' বৃদ্ধা বললেন, 'সে তো অমুক দিন থেকেই আমার দেখাশুনা করে, আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসে, আমার কষ্টগুলো দূর করে।' উমর ﷺ বিষয়টি জানার পর বললেন, 'হে তালহা, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। তুমি উমরের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধান করছ?!'

- **কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা**

যাকে তুমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসো এবং যার অস্তিত্বে তোমার মাঝে সহানুভূতি জাগে—এমন কারও সাথে সময়

কাটালে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কেননা, নবি কারিম ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আল্লাহর জন্য তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৬]

চতুর্থ বাহু : বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করা

অনেকেই বিনোদনের গুরুত্ব বোঝে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বিনোদন মানে জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে নষ্ট করা। অথচ বিনোদন মানবজীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু তাই নয়, যদি নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং শরিয়াহর মাপকাঠি অনুযায়ী হয়, তাহলে এটি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসলামি শরিয়ায় বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের আলোকে এর বৈধতা পাওয়া যায়। বরং শরিয়াহ এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। এখানে আমি যুবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরব। তা হলো শারীরিক ব্যায়াম। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ

'নিক্ষেপণ, দৌড় খেলা এবং ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।'[২৭]

---

২৬. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুস সগির : ১১৮, আল-মুজামুল আওসাত : ১৭৪৩, শুআবুল ইমান : ৮৩৫৮।

২৭. সুনানুন নাসায়ি : ৩৫৮৬।

এখানে نَضْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তির নিক্ষেপের মাধ্যমে বিনোদন করা। خُفّ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দৌড় খেলা। حَافِر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঘোড়দৌড় খেলা। সাহাবায়ে কিরামের সময়ের চারটি বিনোদন বা খেলার নমুনা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

- **الرَّمْي বা নিক্ষেপ করা**

এটিকে আমি কী বলব? ইবাদত বলব, নাকি ব্যায়াম বলব? হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত ঠিক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একদা নবি কারিম ﷺ এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিল। অর্থাৎ তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তির নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছিল। রাসুল ﷺ এই অবস্থা দেখে তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন :

ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ

'হে বনি ইসমাইল, তোমরা নিক্ষেপ করো। কেননা, তোমাদের পূর্বপুরুষও (ইসমাইল আ.) নিক্ষেপ করতেন। তোমরা নিক্ষেপ করো। আমিও অমুকের সন্তানদের সাথে আছি।'

এ সময় তাদের এক দল নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখল। অর্থাৎ তির নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকল এবং তা থেকে

বারণ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» 'কী হলো তোমাদের?! নিক্ষেপ করছ না কেন?' তারা বলল, كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ 'কীভাবে আমরা নিক্ষেপ করি! অথচ আপনি তাদের মাঝে আছেন।' এ কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন : «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» 'নিক্ষেপ করো। আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।'[২৮]

এই হাদিসের মধ্যে প্রশিক্ষণকে উন্নত চরিত্রের অংশ বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়। সাহাবায়ে কিরাম যখন নিক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছেন, তখন রাসুল ﷺ-এর সাথে কতই না উত্তম ও সুন্দর ভদ্রতা বজায় রেখেছেন। কেননা, রাসুল ﷺ তখন বিপরীত দলে ছিলেন। তাই তাঁরা রাসুল ﷺ-এর ওপর জয়ী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন যে, ফলে তিনি পরাজিতদের দলে চলে যাবেন।

■ العَدْوُ বা দৌড় প্রতিযোগিতা

নবি কারিম ﷺ আয়িশা সিদ্দিকা -এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি আয়িশা -কে পেছনে রেখে আগে চলে যেতেন। আবার মাঝে মাঝে আয়িশা রাসুল ﷺ-কে পেছনে রেখে সামনে চলে যেতেন। ফলে রাসুল ﷺ তাকে বললেন, 'এটা হলো (পূর্বেরটার) বদলা।' এখান থেকেই আনসাররা মাঝে মাঝে

---

২৮. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৯।

নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য রাসুল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইতেন। রাসুল ﷺ-ও তাঁদের অনুমতি দিতেন। যেমনটি আমরা কোনো এক গাজওয়া থেকে ফেরার সময় সালামা বিন আকওয়া رضي الله عنه-এর হাদিসে দেখতে পাই।

তিনি বলেন, ...একজন আনসার ছিলেন। কেউ দৌড় প্রতিযোগিতায় তার আগে যেতে পারত না। একদা সেই আনসারি লোকটি বারবার বলছিল যে, 'আমার সাথে প্রতিযোগিতা করে মদিনায় যাওয়ার মতো কেউ নেই? আছে কি কোনো প্রতিযোগিতাকারী?' সে এ কথার পুনরাবৃত্তি করেই যাচ্ছিল। সালামা বিন আকওয়া رضي الله عنه বলেন, 'যখন আমি তার এই ঘোষণা শুনলাম, তখন তাকে বললাম, "তুমি কি কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে ভয় করো না? কোনো ভদ্র ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করো না?" সে বলল, "না। রাসুল ﷺ ব্যতীত অন্য কারও সাথে প্রতিযোগিতা করতে আমার কোনো ভয় নেই।" তার এ কথা শুনে আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে আরজ করে বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমাকে অনুমতি দিন আমি ওই ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করব।" রাসুল ﷺ বললেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে করতে পারো।"' তিনি বলেন, 'রাসুলের অনুমতি পেয়ে আমি বললাম, "আমি তোমার কাছে যাব।" অতঃপর আমি পা দ্বারা দাগ টানলাম এবং লাফ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। অবশেষে আমি তার আগে মদিনায় গিয়ে পৌছলাম।'

▪ الْمُصَارَعَةُ (কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ)

রাসুল ﷺ এক মুশরিকের সাথে তিনবার কুস্তি লড়াই করেছিলেন। প্রতিবার একশ বকরির চুক্তি করা হয়েছিল। অতঃপর রাসুল ﷺ তাকে পরাজিত করে দিয়েছেন। তৃতীয়বারে সে রাসুল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, তোমার পূর্বে কেউ আমার পিঠকে জমিন স্পর্শ করাতে পারেনি।' অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করেছে এবং রাসুল ﷺ-ও তার বকরিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়। রাসুল ﷺ তো বদর যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহের সময় সামুরা বিন জুনদুব ও রাফি' বিন খাদিজ নামক দুই বালকের মাঝে কোনোরূপ চুক্তি ছাড়া কুস্তি লাগিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সামুরা রাফি'কে পরাজিত করায় রাসুল ﷺ তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। অথচ প্রথমবার সে যুদ্ধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে ছোট হওয়ায় তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

▪ ঘোড়া বা উট প্রতিযোগিতা

রাসুল ﷺ তাঁর সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন উষ্ট্রীর সাথে অন্যান্য উষ্ট্রীর দৌড় প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দিতেন। সেই উষ্ট্রীকে অন্য কোনো উষ্ট্রী কখনো পরাজিত করতে পারত না। কিন্তু একদিন অন্য একটি উষ্ট্রী তাকে পরাজিত করে ফেলে। তাই সাহাবিরা বলতে লাগলেন যে, 'দ্রুতগামী উষ্ট্রী পরাজিত হয়েছে।' সহিহ হাদিসে ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে

যে, রাসুল ﷺ পা ঢাকা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সানিইয়্যাতুল বিদা'য় গিয়েছেন। যার দূরত্ব হলো ছয় থেকে সাত মাইল। অতঃপর নগ্ন পাবিশিষ্ট ঘোড়ায় আরোহণ করে সানিইয়্যাতুল বিদা' থেকে মসজিদে বনি জুরাইকে গিয়েছেন। যার দূরত্ব হলো প্রায় এক মাইলের সমান। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় রাসুল ﷺ বিজয়ীকে পুরস্কৃত করতেন।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত সহিহ হাদিসে উল্লেখ আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবি কারিম ﷺ ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা করলেন। অতঃপর বিজয়ীকে পুরস্কৃত করেছেন। এখান থেকেই উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য মদিনায় ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা চালু রেখেছেন। এক প্রতিযোগিতায় আবু বকর ﷺ-এর নাতি মুহাম্মাদ বিন আবু তালহার ঘোড়ার মাঝে ও জনৈক বেদুইনের ঘোড়ার মাঝে কঠিন প্রতিযোগিতা চলছিল। ঘটনাক্রমে বেদুইন ব্যক্তির ঘোড়া মুহাম্মাদ বিন তালহার ঘোড়ার সামনে চলে গেল। এই অবস্থা দেখে বেদুইন ব্যক্তি সুউচ্চ স্বরে বলতে থাকল :

'ওহে, সর্বোচ্চ মর্যাদা আজ কার হয়ে গেল! হ্যাঁ, আমরাই এর জন্য প্রতিযোগিতা করেছি এবং আমরাই এর একমাত্র হকদার। যদি পাখিও আসে আমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে, তাহলে আমরা তার সাথেও জয়ী হব।'

সে এ কথা বলতে না বলতেই মুহাম্মাদ বিন তালহার ঘোড়া তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে সামনে চলে গেল এবং

তিনিই বিজয়ী হলেন। অতঃপর উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বেদুইন লোকটিকে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, কল্যাণে অগ্রগামী ব্যক্তির নাতি তোমার ওপর জয়ী হয়েছে।'

এ কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়িদের সময় শরীরচর্চার চিত্র কেমন ছিল। হে যুবক, এবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আজ তুমি কোন ধরনের শরীরচর্চায় ব্যস্ত?! তুমি তো কোনো ব্যায়ামই করো না! যার ফলে শরীরের অতিরিক্ত ওজন থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! বর্তমানে যুবকরা বিভিন্ন ক্রীড়া চ্যানেল ফলো করে, খেলাধুলা-সম্পর্কিত পত্রিকাসহ অনেক ধরনের ক্রীড়াবিষয়ক খবরাখবর পড়ে। কিন্তু তারা নিজেরা কখনো কোনো ধরনের ব্যায়াম করে না। শুধু ফলো করেই সময় কাটায়।

ইবনে মুজাহিদ ছিলেন বাগদাদের প্রধান কারি। একদা তিনি তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথির সাথে বাগদাদের এক বাগানে হাঁটতে বের হয়েছেন। তখন তার সঙ্গীরা বাগানে এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করছিল আর মজা করছিল। এ সময় একজন তার দিকে আড় চোখে তাকালে তিনি বলেন, বাগানে التعاقل করা মসজিদে খেলার মতো।

'প্রতিটি দিন শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে হলেও পরবর্তী দিনের কার্যতালিকা তৈরি করে রাখো।'

চতুর্থ পর্ব

সর্বাধিক সুবিধার দিকে

কথিত আছে, জনৈক কাঠুরে বনে কাঠ কাটছিল। কিন্তু তার কুঠারটিতে মোটেও ধার ছিল না। কারণ সে কাঠ কাটতে আসার পূর্বে সেটিতে ধার দেয়নি। তখন তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাওয়ার সময় এই অবস্থা দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কুঠারে ধার দিচ্ছ না?' কাঠুরে তার কাজ চালিয়ে যেতে যেতেই বলল, 'আমার সময় নেই। তাই ধার দিচ্ছি না!!'

হ্যাঁ, আমাদের মাঝে এমন অনেকে আছে। যারা খুবই ব্যস্ত সময় পার করছে। কিন্তু সময়গুলোকে বণ্টন করে নেওয়ার মতো সামান্য সুযোগ তার হয়ে ওঠে না। তার অবস্থা গল্পের কাঠুরের মতোই। যদি সে কুঠারে ধার দিয়ে নিত, তাহলে কিছুটা দ্রুততার সাথে গাছটি কাটতে পারত। কষ্টও কম হতো আর একটি গাছ কেটে আরেকটি গাছও কাটা যেত।

এই পর্বে আমরা এমনই কিছু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব, যা ফলো করলে তুমি অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং যেসব অবসর সময়কে কাজে লাগানোর কথা কখনো তোমার কল্পনায়ও আসেনি বা তুমি স্বপ্নেও দেখোনি, সেসব সময়কে কাজে লাগাতে

সহায়ক হবে। অতীতে তো আর ফিরে যেতে পারবে না। ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে কি থাকবে না, তাও জানো না। সুতরাং তোমার কাছে কেবল বর্তমান সময়টাই আছে, যা তুমি এই মুহূর্তে অতিবাহিত করছ। এটাই তোমার আসল পুঁজি। এই পদ্ধতিগুলো তোমার বর্তমান সময়ের মধ্যেই কাজে লাগাও।

১. প্রথমত, লক্ষ্য নির্ধারণ করো

তুমি কোথায় যাবে, যদি সেটাই না জানো—তাহলে কোন পথে যাবে, সেটা না জানাটাই স্বাভাবিক। লক্ষ্যহীন তোমার অবস্থা হবে সেই তরির মতো, যাকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ও প্রবল বাতাস সহজেই গ্রাস করে ফেলে এবং অজানা তীরে নিয়ে পৌঁছায়। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে, এক ঘণ্টার পরিকল্পনাই তোমার জন্য দশ ঘণ্টার কাজ বাস্তবায়নে যথেষ্ট হবে। কারণ, পরিকল্পনা করে কাজ করলে একটি কাজ নিয়ে দুবার ভাবতে হয়। প্রথমত, পরিকল্পনা করার সময়। অর্থাৎ কাজ শুরু করার পূর্বে সেই ব্যাপারে মস্তিষ্ক দিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা করা। দ্বিতীয়ত, বাস্তবায়নের সময়। অর্থাৎ পরিকল্পনার পর কাজ সম্পাদনের সময়কে বোঝানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে চমৎকার ও বুদ্ধিমানের কাজ হলো, একটি পূর্ণ বছরের জন্য সময়গুলোকে এমনভাবে পরিকল্পনা করে সাজিয়ে ফেলা, যাতে তোমার সময়ের চারটি বাহু তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ সেই পরিকল্পনার মাঝে তোমার

পুরো বছরের আমল করা, যোগ্যতা অর্জন করা, সামাজিক কাজগুলো সম্পাদন করা ও বিনোদন করা-সহ সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তা দেখে দেখে তুমি দৈনন্দিন কাজগুলো আনজাম দেবে। যখনই সেই সূচি অনুসরণ করতে গিয়ে তোমার অলসতা পেয়ে বসবে অথবা তুমি ভুলে যাবে, তখনই জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সফলতা, ব্যর্থতা নিয়ে একটু একটু করে চিন্তা করবে।

২. আগামী দিনের পরিকল্পনা

ইমাম হাসান আল-বান্না ﵀ নিজের লোকদের প্রশংসা করে বলেন, 'তাদের একজন এমন, যে শ্রেষ্ঠ সংকল্প নিয়ে ঘুমায়।' এটি একটি উত্তম নাসিহা। যা কেবল তারাই বলতে পারে, যারা নিজেদের সময়কে গনিমত মনে করে। আর যখন তুমি আগামী দিনের পরিকল্পনা করে ঘুমিয়ে পড়ো, তখন রাতের বেলা তো তুমি ঘুমেই অতিবাহিত করলে; কিন্তু আগামী দিন তুমি কী করবে, তা সম্পাদন করার পূর্বেই তোমার আমলনামায় প্রতিদান লিপিবদ্ধ হতে থাকবে এবং তোমার মিজানে একত্রিত হতে থাকবে। আর যদি জাগ্রত থাকো, তাহলে আগামী দিনের সময়সূচি তৈরি করো এবং ঘুমের আগেই তা সম্পূর্ণ করো। আর আগামী দিনের জন্য পরিকল্পনা করে রাখার বিষয়টি মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।'[২৯]

এই আয়াতের শেষে উল্লেখিত وَاتَّقُوا اللَّهَ এর মধ্যে বর্ণিত তাকওয়ার মাঝে দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো, এর পূর্বে বর্ণিত وَاتَّقُوا এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, প্রথম وَاتَّقُوا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অতীতের গুনাহগুলো থেকে তাওবা করা এবং দ্বিতীয় وَاتَّقُوا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভবিষ্যতে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা।

সুতরাং তোমার সামনের দিনগুলোতে কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করো এবং অতীতের পাপগুলো থেকে তাওবা করো। প্রতিদান অর্জনের জন্য তোমার একেকটি সময় যেন আরেকটি সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে। কবি মুতানাব্বির ভাষায় :

هو الجد حتي تفضل العين أختها

وحتي يكون اليوم لليوم سيدا

---

২৯. সুরা আল-হাশর : ১৮।

'চেষ্টা তো ওই জিনিস, যার ফলে চক্ষু একটির ওপর অন্যটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

আর একটি দিন অন্য দিনের জন্য বাদশাহ হয়ে যায়।'

৩. সময় সব এক নয়

এখানে সময়ের চারটি দিক নিয়েই সামান্য আলোচনা করব, যাতে পূর্বের পয়েন্টটি বুঝতে সহজ হয়।

আমলের অংশ

এর কয়েকটি ভাগ রয়েছে। যথা :

✓ বাৎসরিক কিছু আমল রয়েছে। যেমন : রমাজান মাস, শাবান, মুহাররমের মতো মুবারক মাসগুলোর আমল। এই মাসগুলো অত্যন্ত বরকতপূর্ণ, কল্যাণে পরিপূর্ণ এবং এই মাসগুলোতে এমন উৎকৃষ্ট প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিহিত রেখেছেন, যা অন্যান্য মাসের মধ্যে রাখেননি।

✓ বিভিন্ন বিশেষ দিনের আমল। যেমন : জিলহজ মাসের দশ তারিখ, রমাজানের শেষ দশ দিন, প্রতি সপ্তাহের জুমাআর দিন। মর্যাদার দিক থেকে এগুলো অন্যান্য দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

✓ দৈনিক কিছু আমল রয়েছে। যেমন : রাতের শেষ তৃতীয়াংশ, আজান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়,

সালাতের পরবর্তী সময়, ফজরের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়গুলো দিনের অন্যান্য সময়ের চেয়ে প্রতিদানের দিক থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধিমান সে নয়, যে তার শ্রম ব্যয় করেই যায়। বরং বুদ্ধিমান তো সে, যে বুঝে, কখন শ্রম ব্যয় করতে হবে। কারণ, উপযুক্ত সময় বুঝে পরিশ্রম করলে অল্প কষ্টে অনেক বেশি প্রতিদান অর্জন করা যায়।

যোগ্যতা অর্জনের অংশ

যোগ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সময় রয়েছে। তবে এর মধ্যে ছুটির সময়গুলো অধিক উপযোগী সময়।

সামাজিক কাজের অংশ

✓ ইদের সময়, বিভিন্ন মৌসুম, অসুস্থতার সময় এবং কারও ইনতিকালের সময় পরিবারের সাথে সময় ব্যয় করার সর্বোত্তম সুযোগ।

✓ মুসলিমদের দুর্ভোগের সময়, বিপদগ্রস্তদের সাহায্য প্রার্থনার সময়, দুঃখপীড়িতদের বিপদের সময় দান করার এবং মুসলিম উম্মাহর হক আদায়ের অত্যন্ত উপযুক্ত সময়।

বিনোদনমূলক কাজের অংশ

✓ সপ্তাহের শেষ দিন, বাৎসরিক ছুটির দিন ইত্যাদি সময়গুলো বিনোদন ও ব্যায়াম করার জন্য উপযুক্ত সময়।

✓ যুবকদের জন্য এটি অধিক প্রয়োজন। এ ছাড়াও যে কারও জন্য শরীরচর্চা করা আবশ্যক। তবে যারা অবসর, তারা যেন এই সুযোগ হাতছাড়া না করে।

৪. যৌবনের সময়

হে যুবক, নিশ্চয় যৌবনের সময়গুলো দীপ্তিমান ক্ষমতা, বেগবান প্রাণশক্তি এবং সীমাহীন দানের সময়। যেই সুযোগটাতে তুমি বিস্ময়কর কিছু করতে পারতে এবং প্রজ্বলিত করতে পারতে আশার প্রদীপগুলো। যদি এই সুযোগগুলোতে উত্তম কিছু না করো, তাহলে তুমি সফলতার রেলগাড়ি হারালে। কবি বলেন :

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا

فمطلبها كهلا عليه عسير

'জীবনের সূচনাতে যদি মানুষ ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম না হয়, তবে বয়সকালে তা অর্জন কঠিনই বটে।'

যৌবন যেহেতু তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গনিমত, তাই তোমাকে এ সম্পর্কে দুবার

হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমত, তোমার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং দ্বিতীয়ত, তোমার যৌবন সম্পর্কে।

হে যুবক, সময়, সুস্থতা, শক্তি, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবগুলোই আছে তোমার। এই নিয়ামতগুলোর কিছু চাহিদা ও হক রয়েছে তোমার ওপর। বর্তমানে সবাই প্রতিযোগিতা করে চলে। নেককাররাও প্রতিযোগিতা করে, বদকাররাও প্রতিযোগিতা করে। কেউ বিনাশী লক্ষ্যের দিকে ছোটে, আর কেউ ভালো লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। ফেরেশতারাও প্রতিযোগিতা করে আবার শয়তানও প্রতিযোগিতা করে। জান্নাত নিয়েও প্রতিযোগিতা করা হয় আবার জাহান্নামের দিকেও প্রতিযোগিতা করা হয়। এবার তুমিই নির্বাচন করো, তুমি কোন দিকে প্রতিযোগিতা করবে?

বি.দ্র.

- যুবকরা বিয়ের পরের তুলনায় বিয়ের পূর্বে বেশি অবসর থাকে।
- কাজের পূর্বে ও পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকেও যুবকরা অবসর থাকে।
- যুবকরা যদি দ্রুতই সময়ের মূল্য অনুধাবন করত, তাহলে তাদের জন্য বিষয়টি কল্যাণকর হতো। আর তা অনুধাবনে যতই দেরি হবে, ততই ক্ষতি হবে।

কবি বলেন :

اثنان لو بكت الدماء عليهما
عيناي حتي يؤذنا بذهاب
لم يبلغا المعشار من حقيهما
فقد الشباب وفرقة الأحباب

'দুটি বিষয়ের জন্য যদি চক্ষু কাঁদতে কাঁদতে রক্ত প্রবাহিত করে, এমনকি যদি চক্ষু আলোকহীন হয়ে যায়।

তবুও তার দশ ভাগের এক ভাগ হকও আদায় করতে পারবে না, বিষয় দুটি হলো, যৌবন ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদ।'

কল্পনার সাথে সম্পৃক্ত হোয়ো না

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, কাজ বিলম্বিত করে ভবিষ্যতে অবস্থা ভালো হওয়ার আশা রাখা এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিকটবর্তী সময়ে না করা। আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ﵀ খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'প্রিয় ভাই, যখন তোমার বয়স বেড়ে যাবে, তখন দায়িত্বও বেড়ে যাবে, সম্পর্ক বেড়ে যাবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, শক্তি হ্রাস পেতে থাকবে। বার্ধক্যকালে সময় খুবই সংকীর্ণ হয়ে যাবে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, সুস্থতা লোপ পাবে,

উদ্যম কমে যাবে, দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো জীবনকে কোণঠাসা করে তুলবে। সুতরাং জীবনে যখনই সময় পাবে, তা কাজে লাগাও। কেননা, এটাই তোমার সুযোগ। অজানা ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে দিয়ো না। প্রতিটি পাত্র অর্থাৎ সময় কোনো না কোনো ব্যস্ততা দ্বারা পরিপূর্ণ।'

৫. মাঝামাঝির শূন্যস্থানগুলো

জনৈক ব্যক্তি তার ভাইকে একটি বালতি পাথর দিয়ে পূর্ণ করতে বলল। ফলে সে বালতিটিকে পাথর দিয়ে পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর তাকে সে বলল, 'আরও ভর্তি করতে থাকো।' উত্তরে তার ভাই বলল, 'বলতি শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।' সে বলল, 'বালতিতে এখনো জায়গা আছে। আরও ভর্তি করো।' অতঃপর তার ভাই ছোট ছোট পাথর দিয়ে বড় পাথরের মধ্যকার ফাঁকা জায়গাগুলোও পূর্ণ করে দিল। কিন্তু তাতেও হলো না। লোকটি আরও পূর্ণ করতে বলল। এখন তার ভাই বুঝতে পারছিল না যে, সে ঠিক কী করবে? ভাবতে ভাবতে সে কিছু বালু নিয়ে ছোট পাথরের মধ্যকার ফাঁকা জায়গাগুলোতে বালু ঢেলে দিল। চতুর্থবার লোকটি তার ভাইকে আবারও বলল যে, 'বালতি আরও পূর্ণ করো।' অতঃপর তার ভাই রাগে উত্তেজিত হয়ে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কী পূর্ণ করব?!' অতঃপর সে কিছু পানি নিয়ে এসে পরিপূর্ণ বালতির মাঝে ঢেলে দিল।

যারা জীবনের সময়গুলোকে শেষ করে ফেলছ, প্রতিনিয়ত জীবনের মূল্যবান রত্নগুলোকে নষ্ট করে ফেলছ, তাদের বলছি! তোমার কাছে তো অনেক সময় ও শক্তি আছে। কিন্তু তুমি তো সেগুলোর প্রতি যত্নবান নয় এবং সেগুলোর সঠিক ব্যবহারও করো না।

প্রিয় যুবক ভাইয়েরা, তোমরা যেই অবসর সময়টুকু পার করছ, তাতে শারীরিকভাবে কোনো প্রতিযোগিতা করারও সুযোগ ছিল। অথবা এমন কোনো সামাজিক কাজ করতে পারতে, যা দ্বারা মানবতা উপকৃত হতো। অথবা মৃত ব্যক্তিদের জন্য কিছু করতে পারতে। কিছু মানুষ মরেও অমর হয়ে আছে। স্রোতের ময়লার মতো ভেসে চলে যায়নি। তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের জন্য কিছু উত্তম কর্ম রেখে গেছে।

- ডেল কার্নেগি বলেছেন, বহু মানুষ সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে।

- চার্লস ফ্রস্ট একজন মুচি ছিলেন। কিন্তু তিনি দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে নির্দিষ্ট করে একটি ঘণ্টা সময় ব্যয় করে গণিতে উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে পেরেছেন।

- জন হান্টার ছিলেন একজন কাঠ মিস্ত্রি। কিন্তু তিনি তার কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে পড়ালেখা করতে শুরু

করেন। তিনি রাতে মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাতেন। অবশেষে তিনি এই জগতের একজন নক্ষত্র হয়ে গেছেন।

- স্যার জন লেয়ুক একটি ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। দিনভর এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি নির্দিষ্ট কিছু সময় ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করতেন। ফলে তিনি হয়েছেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

- জর্জ স্টিফেনসন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। রাতের বেলা সামান্য সময় ব্যয় করে তিনি রীতিমতো গণিত পড়তেন। এভাবে তিনি রেলগাড়ির ইঞ্জিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

- জেমস ওয়াট পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে রসায়ন ও গণিত অধ্যয়ন করতেন। ফলে তিনি বাষ্পইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

আফসোস সেসব মানুষের জন্য, যারা ব্যস্ততার মধ্যকার সময়গুলোকে কাজে না লাগিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের দিক থেকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিমরা হলো সময়কে কাজে লাগানোর জন্য অধিক হকদার, কিন্তু আজ তারাই সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করছে!

হে আমার ভাই, তোমার অপচয় করা সময়গুলোকে আর নষ্ট না করে জীবনের সাথে আরও একটি জীবন যুক্ত করো। যেমন : কারও সাথে সাক্ষাতের সময়, কোনো কাজের জন্য অপেক্ষার সময়, ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের পূর্বের সময়, চুল কাটার পূর্বের অবসর সময় এবং বিশ্রামের সময়। এই সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে জীবনের মাঝে ভিন্ন একটি জীবন খুঁজে পাবে তুমি।

পকেটের কুরআন আমার অন্তরের প্রশান্তি

ধরে নিলাম যে, তুমি দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে পাঁচ আয়াত করে মুখস্থ করতে পারো। এভাবে একমাসে তোমার মুখস্থ আয়াতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০-এ। যদি তুমি সুরা বাকারা থেকে এক মাসে ১৫০ আয়াত মুখস্থ করো, তাহলে তো তোমার এক পারার চেয়েও বেশি মুখস্থ হয়েছে। কারণ সুরা বাকারার ১৪২ তম আয়াত দ্বারা প্রথম পারা শেষ হয়েছে। এভাবে দুই মাসে তোমার মুখস্থ আয়াতের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩০০-তে। অর্থাৎ তুমি দুই মাসে সম্পূর্ণ সুরা বাকারা মুখস্থ করে ফেললে। সুরা বাকারার মোট আয়াতসংখ্যা হলো ২৮৬টি। এভাবে যদি চেষ্টা চালিয়ে যাও, তাহলে প্রায় সাড়ে তিন বছর সময়ে তুমি পূর্ণ কুরআনে কারিম হিফজ করতে সক্ষম হবে। অতএব আজ থেকে অবসর সময়গুলোতে একটু একটু করে পবিত্র কুরআনের হিফজ শুরু করার ব্যাপারে কী মনে করো তুমি?

অনেক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আমরা কাজের ফাঁকে একটু একটু করে প্রতিদিন বহু সময় নষ্ট করে ফেলি। যা বাৎসরিক হিসাবে কয়েকটি দিনে পরিণত হয়। ধরো, তোমার বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যেতে ১০ মিনিট সময় ব্যয় হয় এবং কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফিরতে আরও ১০ মিনিট সময় ব্যয় হয়। এর অর্থ হলো প্রতিদিন তোমার বাড়ি থেকে কাজে যেতে এবং কাজ থেকে বাড়িতে ফিরতে মোট ২০ মিনিট করে সময় লাগে। আমরা ধরে নিলাম, সপ্তাহে পাঁচ দিন তোমার কর্মস্থলে যেতে হয়। তাহলে এবার আমরা পরিসংখ্যান বের করি যে, প্রতি সপ্তাহে এবং বছরে মোট কত মিনিট সময় তোমার এ কাজে ব্যয় হয়।

৫ (দিন) X ২০ (মিনিট) = ১০০ মিনিট

১০০ মিনিট X ৫৩ (সপ্তাহ) = ৫৩০০ (মিনিট) = ৮৮ (ঘণ্টা)।

এবার চিন্তা করো। যদি তুমি প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে এই বিশ মিনিটকে কোনো ভালো কাজে ব্যয় করতে, তাহলে বছরে ৮৮টি ঘণ্টা পেয়ে যেতে। তুমি তো ভাবো যে, আমার আসা-যাওয়ার সময়ে তো কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি যদি কিছু করার হিম্মত করতে, তাহলে অনেক কিছুই করতে পারতে। হয়তো তোমার সময় আরও বেশিও ব্যয় হয়। তাহলে একটু ভাবো তো! তোমার নিজের

কাছেই তো কত সময় পড়ে আছে, যা নষ্ট করে যাচ্ছ প্রতিদিন; অথচ তুমি টেরও পাচ্ছ না।

৬. যৌগিক উপকার

অর্থাৎ একই সময়ে দুই ধরনের কাজ করা। যেমন :

❖ ধরো, তুমি কারও সাথে ব্যায়াম করতে যাচ্ছ। তাহলে এই সুযোগে যেমন ব্যায়াম বা বিনোদনের কাজ করা সম্ভব, তেমনই সামাজিক কাজও করা সম্ভব।

❖ ধরো, তুমি ব্যায়াম বা বিনোদন করছ। পাশাপাশি মোবাইলের মাধ্যমে অথবা সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে কোনো দরসও শুনছ। তাহলে একসাথে তোমার ব্যায়ামও হলো জ্ঞানার্জনও হলো। বর্ণিত আছে যে, হাফিজ জাহাবি ﷺ তার লিখিত 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, খতিব বাগদাদি ﷺ হাঁটার সময় হাতে কিতাব রাখতেন এবং তা পড়তেন।

❖ তুমি কোনো আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় যদি পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত মুখস্থ করো, তাহলে একই সময়ে তোমার সামাজিক সম্পর্কও রক্ষা হলো, আমলের দিকটিও রক্ষা হলো।

এটা হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। যা দ্বারা একই সাথে অনেক কাজ করা সম্ভব। আব্দুর রহমান বিন ইমাম আবি হাতিম আর-রাজি ﷺ বলেছেন, 'প্রায় সময় আমি খাওয়ার

সময় পড়তাম, হাঁটার সময় পড়তাম, বাইতুল খলায় প্রবেশ করার সময় পড়তাম—এমনকি কিছু খোঁজার জন্য ঘরে প্রবেশ করার সময়ও পড়তাম।'

অবসরের এই সময়গুলোকে তিনি গুরুত্ব দেওয়ার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা পেয়েছি নয় খণ্ডের কিতাব 'আল-জারহ ওয়াত তা'দিল', একাধিক খণ্ডের তাফসিরের কিতাব এবং প্রায় এক হাজার খণ্ডের সনদের কিতাব।

৭. চোরের হাত কর্তন

তুমি ছাড়া কেউ তোমার সময় নষ্ট করতে পারবে না। যদি মনে করো যে, কেউ এসে তোমার সময় নষ্ট করে, তাহলে তুমিই তো তাকে সুযোগ করে দিলে সময় নষ্ট করার জন্য এবং তোমার ধনভান্ডার চুরি করার জন্য। যেমন :

- **সহসা কারও আগমন**

হঠাৎ কেউ তোমার কাছে চলে আসার দ্বারা তোমার সময় নষ্ট হতে পারে। এটার সমাধান মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

'যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।'[৩০]

- **কাউকে নিষেধ করতে না পারা**

- যখন তোমাকে কেউ কোনো কাজ দেয় আর তুমিও নিশ্চিত থাকো যে, কাজটি তোমার পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তাহলে তার কাছে অক্ষমতার কথা প্রকাশ করার সাহস আছে তোমার, নাকি বিব্রতবোধের কারণে নতি স্বীকার করবে?

- তোমার বন্ধুরা যখন তোমার ঘুমের সময়েও পাশে বসে বসে আড্ডা দিতে থাকে, তখন মুখ খুলে তাদের কিছু বলতে পারবে?

- যখন তোমার কোনো সহপাঠী বা সহকর্মী এমন কোথাও যেতে বলবে, যেখানে গেলে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে হবে, তখন পারবে কি তাকে বারণ করতে?

- **পরিকল্পনায় দুর্বলতা**

পরিকল্পনা হলো একটি সেতু। যা তোমার বর্তমান ও তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে। যেকোনো কাজের দুটি অংশ থাকে। একটি হলো পরিকল্পনার অংশ।

---

৩০. সুরা আন-নুর : ২৮।

আরেকটি হলো বাস্তবায়নের অংশ। স্টিফেন কোভি বলেছেন, 'আমরা যদি কাজের শুরুতে পরিকল্পনা না করি, তাহলে সেই কাজের বাস্তবায়ন আমাদের ইচ্ছানুযায়ী হবে না।'

- **ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট টিভি**

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, বর্তমানে আরব যুবকরা দৈনিক প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় নষ্ট করে ইন্টারনেটে। কেউ কেউ সামান্য উপকৃত হলেও অধিকাংশেরই ফলাফল শূন্য।

তাই সুন্দর সমাধান হলো, তোমার সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ভালো কাজ দ্বারা পূর্ণ করে নাও; সময়ের চারটি দিক বাস্তবায়ন করো—যাতে শয়তান তোমাকে কোনোভাবে অবহেলা, অলসতা ও হারাম কাজে লিপ্ত করতে না পারে।

- **কালক্ষেপণ**

এটি একটি কঠিন রোগ। আল্লাহ তাআলা এর থেকে আমাদের হিফাজত করে বেশি বেশি তাঁর আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন। ইবনুল আতা বলেন, 'সময় পেলেই ভালো কাজ দ্বারা তা শিকলাবদ্ধ করে ফেলো, যাতে বিলম্বিত করার সুযোগ থাকলেও তা তোমাকে গ্রাস করতে না পারে।'

প্রত্যেক আমলের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সেই সময়েই তা আদায় করতে হয়। তার আগে বা পরে আদায় করা যায় না। যেমন : ফজরের সালাত সূর্য উদিত হওয়ার আগে আদায় করতে হয়। অন্যথায় শয়তান তোমার কানে প্রশ্রাব করবে। এভাবে প্রত্যেক সালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে। পরবর্তী সালাতের সময় হওয়ার আগেই তা আদায় করে নিতে হয়। যদি আদায় করা না হয়, তাহলে সালাত আদায় হবে না; বরং কাজা হয়ে যাবে। আরাফার ময়দানে অবস্থানের শেষ সময় হলো সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আরাফায় অবস্থান করতে না পারলে হজই আদায় হবে না। ইদুল ফিতরের সদাকা ইদের সালাতের পূর্বেই আদায় করে দিতে হয়। রমাজানের রাতে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত পানাহারের সুযোগ থাকে। এ সব কিছুতেই সময় বেঁধে দেওয়ার কারণ হলো, মানুষ যেন কালক্ষেপণ না করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যেই পন্থায় আমল করতে বলেছেন, সেই পন্থাই অবলম্বন করো। যাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে আমল করাই তোমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। অক্ষমতা ও অলসতা নয়।

- **অসৎ সঙ্গ**

- জীবনে বহুবার তুমি অসৎ সঙ্গীদের ডাকে সাড়া দিয়ে রাতের পর রাত অতিবাহিত করেছ হারাম কাজে।

- অনেকবার তুমি তোমার উদাসীন ও গাফিল বন্ধুদের উস্কানিতে প্রলুব্ধ হয়ে হারাম কথায় বা হারাম কিছু দেখায় লিপ্ত হয়েছ।

- অসৎ সঙ্গীরা জীবনে কতবার তোমার মাঝে অশ্লীলতার প্রবণতা আর হারামের বীজ বপন করেছে! ফলে তুমি তাতে সময় নষ্ট করেছ। যা কিয়ামতের দিন তোমার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অলস ও সময় নষ্টকারীদের সাথে সঙ্গ দেওয়া যুবকদের সময় ও যৌবনের শক্তি নষ্ট করে। এ ছাড়াও যেকোনো ব্যক্তিকে তার সঙ্গী-সাথিদের দ্বারাই চেনা যায়। এ জন্যই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ পুরুষদের দৃঢ়তার জন্য বলেছেন, 'ব্যক্তিকে তার সঙ্গীদের ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করো। কেননা, কোনো ব্যক্তি তার মতো কারও সাথেই মিশে।'

এ সকল সমস্যার সমাধান হলো, পরিবর্তন। অর্থাৎ খারাপ সঙ্গগুলোকে ভালো সঙ্গ দ্বারা পরিবর্তন করা। খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে খুব দ্রুত আরও উত্তম, মুত্তাকি ও নেককার সঙ্গী নির্বাচন করো।

দুঃখিত, সময় ফুরিয়ে গেছে!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে মানুষের দুটি অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে মানুষ চূড়ান্তভাবে পরিতাপ করবে, হা-হুতাশ করবে অতীতের নষ্ট হওয়া

সময়গুলো নিয়ে এবং প্রতিটি সময়ের মূল্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে। কিন্তু তার এই পরিতাপ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।

প্রথম অবস্থান হলো, মৃত্যুর সময়। তখন অবহেলাকারীরা চিৎকার করে বলতে থাকবে :

حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ -لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

'যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।"'[৩১]

দ্বিতীয় অবস্থান হলো, আখিরাতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

'আর যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদের সমবেত করবেন, যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। তারা একে অপরকে চিনতে পারবে।'[৩২]

---

৩১. সুরা আল-মুমিনুন : ৯৯-১০০।

৩২. সুরা ইউনুস : ৪৫।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

'যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।'[৩৩]

৩৩. সুরা আন-নাজিআত : ৪৬।

الخريطة الذهنية

মানসচিত্র

মানসচিত্র কী?

✓ মানসচিত্র হলো মস্তিষ্কের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনাগুলোকে শব্দ ছাড়া প্রকাশ করার মাধ্যম।

✓ আলোচনাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে এই মানসচিত্রকে ব্যবহার করা যাবে এবং তা হবে অত্যন্ত স্পষ্ট একটি চিত্র। যা নিয়ে সহজেই পর্যালোচনা করা যায়।

✓ তুমি এমন একটি বৃত্ত আঁকো, যা মূল ধারণা বা বিষয়কে ফুটিয়ে তোলে। অতঃপর বৃত্ত থেকে আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত মূল ধারণার কিছু শাখা-প্রশাখা আঁকো। তারপর প্রত্যেক শাখার সামনে এমন একটি করে বাক্য লিখো, যা থেকে তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয় এবং প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার সামনে ভিন্ন ভিন্ন কালার ব্যবহার করে এমনভাবে প্রতীকী চিত্র অঙ্কন করো, যেগুলো থেকে প্রতিটি শাখার মূলভাব বোঝা যায়। চিত্রগুলো যেন গাছের মতো বা কোনো ম্যাপের মতো দেখা যায়। যা থেকে পুরো বিষয়টি সহজেই মস্তিষ্কে চলে আসে।

মানসচিত্র থেকে কীভাবে উপকৃত হবে?

কিতাবটি অধ্যয়ন শেষে কিতাবের সাথে সংযুক্ত মানসচিত্রের সাথে কিতাবের বিষয়বস্তুগুলোকে পর্যালোচনা করো। অতঃপর কিতাব থেকে তা বের করে এবার নিজের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করো, যাতে যেকোনো সময় প্রয়োজন হলেই তোমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট থাকে। এই মানসচিত্রের মাধ্যমে কিতাবের বিষয়বস্তুটি অন্য কাউকে বোঝানোর জন্য তুমি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

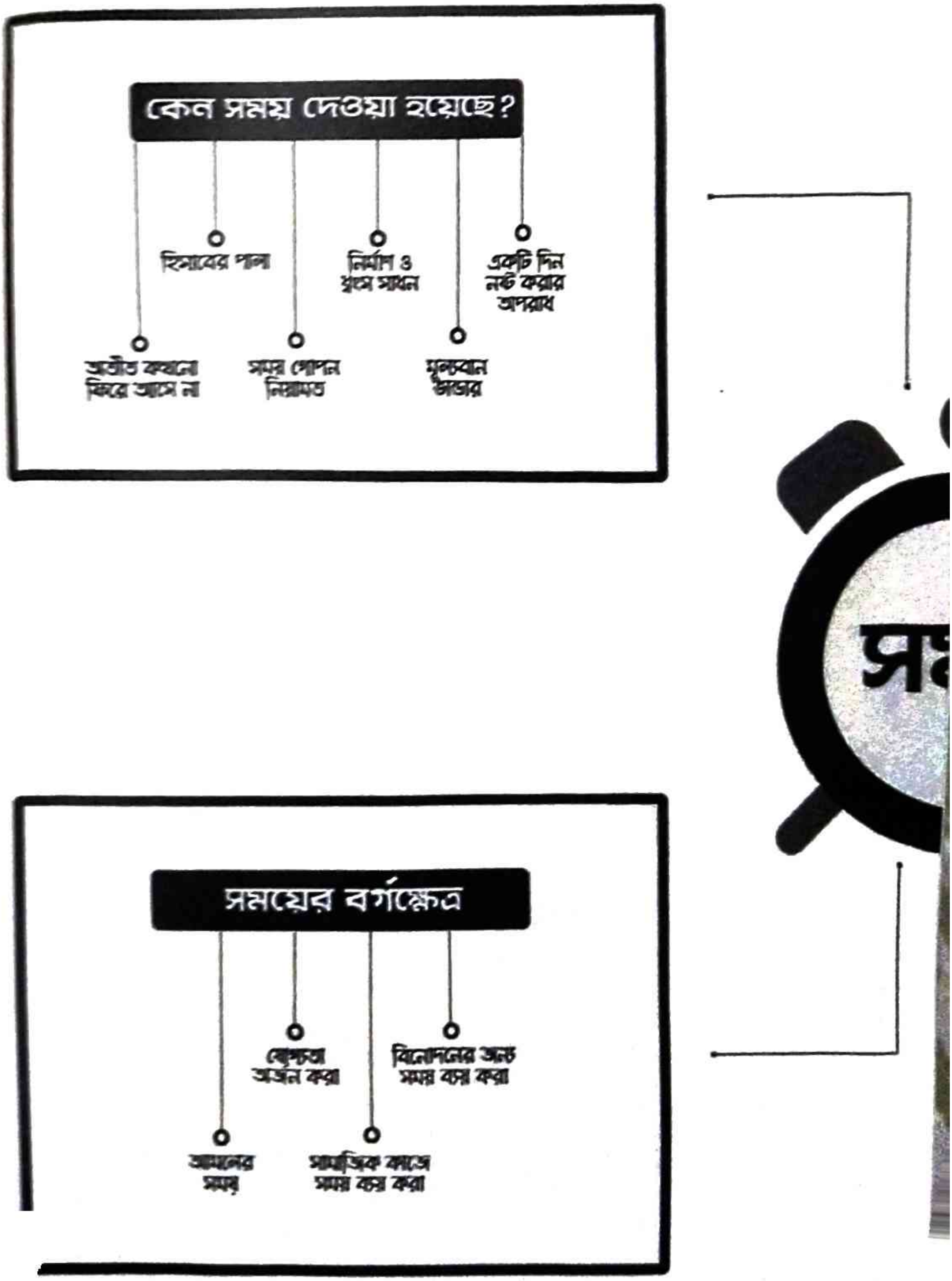
কেন সময় দেওয়া হয়েছে?
অতীত কখনো ফিরে আসে না
হিসাবের পালা
সময় গোপন নিয়ামত
নির্মাণ ও ধ্বংস সাধন
মূল্যবান ভাণ্ডার
একটি দিন নষ্ট করার অপরাধ
সময়ের বর্গক্ষেত্র
আমলের সময়
যোগ্যতা অর্জন করা
সামাজিক কাজে সময় ব্যয় করা
বিনোদনের জন্য সময় ব্যয় করা

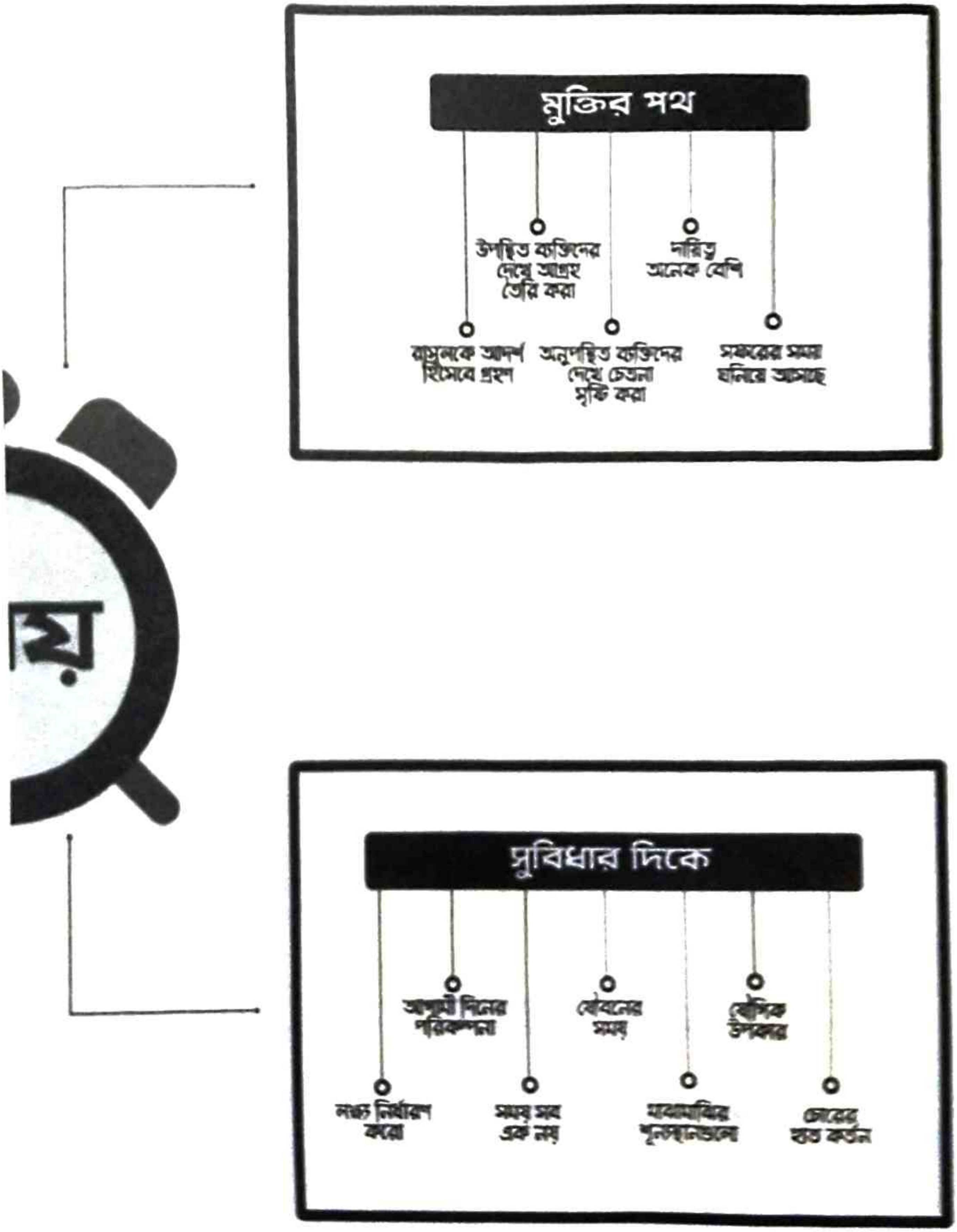

য়
মুক্তির পথ
উপস্থিত ব্যক্তিদের দেখে আগ্রহ তৈরি করা
দায়িত্ব অনেক বেশি
রাসুলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ
অনুপস্থিত ব্যক্তিদের দেখে চেতনা সৃষ্টি করা
সফরের সময় ঘনিয়ে আসছে
সুবিধার দিকে
আগামী দিনের পরিকল্পনা
যৌবনের সময়
যৌগিক উপকার
লক্ষ্য নির্ধারণ করো
সময় সব এক নয়
মধ্যমাঝির শূন্যস্থানগুলো
চোরের হাত কর্তন

হে ভাই,

আল্লাহ তাআলা তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছেন। নিজের অধিকারের ওপর তোমার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, যখন তোমাকে কেউ কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করে এবং তোমার মনের মধ্যে তা উচ্চারণের পূর্ণ অনিচ্ছা থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে কুফরি বাক্য উচ্চারণের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

'তবে যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে।'[৩৪]

আল্লাহ তাআলা অনেকভাবে তোমার সম্মানকে রক্ষা করেছেন। যেমন :

- তোমার ওপর কেউ মিথ্যা অপবাদ দিলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য শাস্তির বিধান দিয়েছেন।
- চোর তোমার সম্পদ চুরি করলে তার হাত কাটার বিধান দিয়েছেন।
- সফরের কষ্ট লাঘব করার জন্য তোমার জন্য সালাতকে অর্ধেক করে দিয়েছেন।

---

৩৪. সুরা আন-নাহল : ১০৬।

- তোমার ওপর সহানুভূতি করে পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার ওপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন।
- তোমার জীবন রক্ষা করার জন্য মৃত জন্তুকে হালাল করে দিয়েছেন।
- কিছু জিনিস থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।
- এবং তোমার আদিপিতা আদমকে সিজদা করতে যে (ইবলিশ) অস্বীকার করেছে, তাকে তিনি জমিনে নিক্ষেপ করেছেন।

এতগুলো অনুগ্রহ ও সম্মান দান করার পরও তুমি যদি তাঁর আদেশাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, নিষেধাবলির দিকে ধাবিত হও, নিজের প্রবৃত্তির কথা মেনে চলো, তাহলে কি তিনি তোমার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবেন?! তুমি অধম আর তিনি মহিমান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের অধিকারের চাইতে তোমার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আচ্ছা বলো তো, যদি তোমার কোনো সেবক বা সেবিকা তোমার নির্দেশ অমান্য করে, অথবা তোমাকে অসম্মান করে, তাহলে তার সাথে তুমি কেমন আচরণ করবে?! বিষয়টি তোমার কাছে কেমন মনে হবে?!

ভাই আমার,

যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা আর কখনো ফিরে আসবে না। ঘড়ির কাঁটাকে আটকে রাখতে অথবা পেছনে ফিরিয়ে নিতে যতই চেষ্টা করো না কেন, সব চেষ্টা বিফলে যাবে, তোমার ইচ্ছাশক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে। তুমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো, তোমাকে প্রথমে জানতে হবে কীভাবে ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এবং কীভাবে প্রতিটি মুহূর্তকে উত্তম ও নেক আমল দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়া যায়।

এবার আশা করি বুঝতে পেরেছ যে, কেন আমাদের সময় দেওয়া হয়েছে? এবং কীভাবে সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হয়?

এই কিতাবে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারই প্রয়াস চালানো হয়েছে।

- খালিদ আবু শাদি

পাঠকের অনুভূতি

অনুবাদকের কথা...

ইতিহাসের সোনালি পাতায় আজ যাদের নাম। যাদের দীপ্তময় জীবন ও কারনামা সম্পর্কে জেনে আমরা মুগ্ধ, আমরা বিস্মিত। কীভাবে অল্প সময়ে এত বিরাট অবদান রেখেছেন তারা! তাদের কল্যাণপ্রদ যে প্রয়াসগুলো আজ আমাদের সামনে, তা আলোর মুখ দেখার অন্যতম কারণ হলো, তারা আল্লাহর দেওয়া মহান নিয়ামত সময়ের কদর করেছেন। সময়কে কাজে লাগিয়েছেন সঠিকভাবে। সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই তারা দুনিয়াতে কল্যাণের বীজ রোপণ করে আখিরাতের পুঁজিকে সমৃদ্ধ করেছেন। হয়েছেন মহান রবের নৈকট্যশীল ও প্রিয় বান্দা। বিবিধ শাস্ত্রে তাদের রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো সময়কে মূল্যায়নেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেসব মহামনীষীর মতো আমরাও যেন সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারি, জীবনের মুহূর্তগুলো নেক আমলে বিন্যস্ত করতে পারি, এ শিক্ষাই রয়েছে খ্যাতনামা লেখক ড. খালিদ আবু শাদি রচিত (غرامة تأخير) গ্রন্থে। অনবদ্য এ গ্রন্থটির সরল অনুবাদ—'সময়ের সঠিক ব্যবহার কীভাবে করবেন?' আমাদের পক্ষ থেকে রুহামাপাঠকদের জন্য ছোট্ট উপহার...

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

সময় সতত বয়ে চলে। একে থামিয়ে রাখা যায় না। তুমি কাজে মশগুল থাকলেও সময় অতিবাহিত হবে, অতিবাহিত হবে অলসতা আর ঘুমের মাঝে বিভোর থাকলেও। হ্যাঁ, তুমি যেভাবেই থাকো, তোমার জীবন-সময় একদিন নিশ্চিত ফুরিয়ে যাবে। প্রতিদান দিবসে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের ফলাফল তুমি দেখতে পাবে। সেদিনই তুমি বুঝবে, আখিরাতের সাফল্যের জন্য দুনিয়ার একেকটি মুহূর্ত কত যে দামি ছিল! সময়কে কাজে লাগিয়ে পুঁজি সংগ্রহের কত সুযোগ তোমার সামনে ছিল! তখন আফসোস করবে, আবার যদি জীবন ফিরে পেতাম, সময়ের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার করতাম! হে ভাই, সেদিন আফসোস করার আগেই জীবন থাকতেই আসো, সময়ের মূল্যায়ন করি। শিখি সময়ের সঠিক ব্যবহার...

RUHAMA PUBLICATION

অনলাইনে অর্ডার করুন
ruhamashop.com